ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ | গ্রন্থমালা ৪

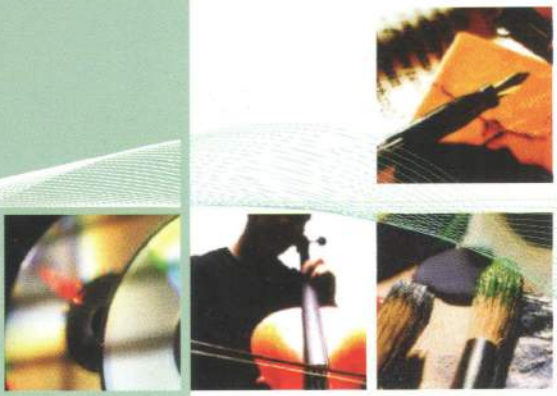

ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের
জন্য কপিরাইট বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

'ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ' গ্রন্থমালার অন্যান্য প্রকাশনা

১. মেকিং এ মার্ক : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেডমার্ক বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯০০।

২. লুকিং গুড : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৪৯৮।

৩. ইনভেন্টিং দা ফিউচার : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পেটেন্ট বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯১৭।

৪. ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯১৮।

যাবতীয় প্রকাশনা পাওয়া যাবে WIPO'র ই-বুকশপে, যার ঠিকানা
:www.wipo.int/ebookshop

www.wipo.int/sme/

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (*WIPO*), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of *WIPO* assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under the EU-WIPO Intellectual Property Rights Project for Bangladesh

European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ভূমিকা

এই নির্দেশিকা 'ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ' গ্রন্থমালার চতুর্থ নির্দেশিকা। ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের জন্য কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ক ধারণা প্রদান করবে এই নির্দেশিকা। সহজ ভাষায় কপিরাইট আইন এবং চর্চার সে দিকগুলো এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কৌশলকে প্রভাবিত করে।

প্রথাগতভাবে, যেসব প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ, প্রকাশনা, সঙ্গীত এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সৃষ্টিকর্ম (চলচ্চিত্র এবং টিভি); বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ এবং বিপণন; কারু, ভিজ্যুয়াল ও পারফর্মিং আর্ট (সম্পাদন সংশ্লিষ্ট শিল্প); ডিজাইন ও ফ্যাশন; এবং সম্প্রচারের কাজে জড়িত তারাই মূলত কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকারের ওপর নির্ভরশীল। গত দুই দশক ধরে সফটওয়্যার, মাল্টিমিডিয়া, এবং মূলত ডিজিটাল বিষয়বস্তু-চালিত সব শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট ভিত্তিক হোক বা না হোক, কার্যকর কপিরাইট সুরক্ষার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে, বিশেষ করে যেহেতু ডিজিটাল বিনোদন ও বিপণনে একটি বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, যে কোনো কর্মদিবসে, একজন ব্যবসায়ী বা অধিকাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এমন সব উপকরণ তৈরি বা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে যেগুলো কপিরাইট এবং সংশ্লিষ্ট অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

এই নির্দেশিকাটি মূলত প্রণয়ন করা হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে (SME) সহায়তা করতে। এগুলো হচ্ছে :

- তারা যা সৃষ্টি করে বা যেখানে তাদের অধিকার রয়েছে সেগুলো কিভাবে সুরক্ষা যায় সে বিষয়ক ধারণা দিতে;
- তাদের কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার থেকে সর্বোচ্চ ফল পেতে;
- কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার লঙ্ঘন এড়িতে যেতে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় অংশীদারদের সহযোগিতায় এই নির্দেশিকার নির্দিষ্ট দেশজ সংস্করণ উন্নয়ন করা যেতে পারে, এ কাজে নির্দেশিকাগুলোর কপি সংগ্রহ করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে WIPO'র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।

কামিল ইদ্রিস
মহাব্যবস্থাপক, বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা

সূচি

		পৃষ্ঠা
১.	কপিরাইট এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার	৩
২.	সুরক্ষার আওতা ও মেয়াদ	৮
৩.	মৌলিক সৃষ্টিকর্ম সুরক্ষা	২৪
৪.	কপিরাইট মালিকানা	৩১
৫.	কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার থেকে সুবিধা লাভ	৩৫
৬.	অন্যদের মালিকানাধীন সৃষ্টিকর্ম ব্যবহার	৪৪
৭.	কপিরাইট কার্যকরীকরণ	৫২

১. কপিরাইট এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার

কপিরাইট কী?

লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ওয়েবসাইট ডিজাইনার এবং অন্যান্য স্রষ্টাদের তাদের সাহিত্য, শিল্পকর্ম, নাটক সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের ওপর আইনগত সুরক্ষা প্রদান করে কপিরাইট, যে কাজগুলো সাধারণত কাজ (Works) নামে সুপরিচিত।

কপিরাইট আইন বিস্তৃত পরিসরের মৌলিক কাজগুলো সুরক্ষা করে, যেমন, বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, সঙ্গীত, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, ভিডিও গেম এবং মৌলিক ডাটাবেজ (বিস্তারিত তালিকার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ৮)।

কপিরাইট একজন লেখক বা স্রষ্টাকে সীমিত কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য তার কাজের ওপর **বৈচিত্র্যময় একচ্ছত্র অধিকার** প্রদান করে। এই অধিকারগুলো লেখককে বেশ কয়েকভাবে তার কাজের **অর্থনৈতিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের** সক্ষমতা প্রদান করে এবং পারিতোষিক লাভে সহায়তা করে। কপিরাইট আইন '**নৈতিক অধিকার**'ও প্রদান করে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লেখকের সুনাম ও সততার সুরক্ষা দেয়।

রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালসমূহ এবং উপস্থাপনাগুলো কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

কপিরাইট এবং ব্যবসা

অধিকাংশ কোম্পানির ব্যবসায়ের কিছু কিছু দিক কপিরাইটের মাধ্যমে সংরক্ষিত। এর মধ্যে আছে; কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়ার, ওয়েবসাইট সমূহে প্রদর্শিত বিষয়বস্তু; পণ্য তালিকা; সংবাদ পরিপত্র যন্ত্র ও ভোগ্যপণ্য সমূহের নির্দেশিকা বা পরিচালন নির্দেশিকা; বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারকারীর মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা; পণ্য প্রচারণা মূল্য নির্দেশিকা, লেভেল বা মোড়কে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম ও লেখা; পত্রিকা বিলবোর্ড ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে উপস্থাপিত বিপনন ও বিজ্ঞাপন। অধিকাংশ দেশে উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন, ড্রয়িং ও স্কেচও কপিরাইটের আওতাভুক্ত।

সম্পর্কিত অধিকার কী?

সম্পর্কিত অধিকার ঐ শ্রেণীভুক্ত অধিকার যেগুলো শিল্পী, ধ্বনি প্রযোজক ও সম্প্রচার সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মত কোন কোন দেশে এ জাতীয় অধিকারগুলো সাধারণভাবে কপিরাইটের আওতাভুক্ত। জার্মানী ও ফ্রান্সের মত অন্যান্য দেশে এ অধিকার গুলো "প্রতিবেশী অধিকার" (neighboring rights) নামীয় পৃথক শ্রেণীতে সংরক্ষন করা হয়েছে।

"সম্পর্কিত অধিকারসমূহ" বা "প্রতিবেশী অধিকারসমূহ" তিন ধরনেরঃ

- শিল্পীদের (অর্থাৎ অভিনেতা, সংগীত শিল্পী) তাদের সম্পাদিত কাজে অধিকারসমূহ। এদের অন্তর্ভূক্ত হলো পূর্ব থেকে বিদ্যমান শিল্প, নাট্য ও সংগীত কর্মের সরাসরি উপস্থাপনা অথবা পূর্ব থেকে বিদ্যমান সাহিত্য কর্মের সরাসরি পঠন বা আবৃত্তি। সম্পাদিত কাজটির জন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত কোন আকার বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই; এবং এটি উন্মুক্ত গণ-কর্মক্ষেত্র বা সংরক্ষিত কপিরাইট এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। একটি মৌলিক বা পূর্ব বিদ্যমান কর্মের ভিত্তিতে এটি একটি তাৎক্ষনিক উপস্থাপনাও হতে পারে।
- তাদের রের্কডকৃত (যথা কমপেক্ট ডিকস) সংক্রান্ত বিষয়ে রের্কডকারী প্রযোজকের অধিকারসমূহ এবং
- তাদের রেডিও এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রচার সংস্থাসমূহের অধিকার এবং কোন কোন দেশে ক্যাবল পদ্ধতির মাধ্যমে (তথাকথিত ক্যাবল সম্প্রচার) সম্প্রচারিত কাজগুলোও এ অধিকারের আওতাভুক্ত। সম্পর্কিত অধিকারের বিষয়ে আরো তথ্য ১৭ পৃষ্ঠায়।

কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার মালিকের কাজের সুরক্ষা প্রদান করে। কপিরাইট যেখানে লেখকদের নিজস্ব কাজের সুরক্ষা করে সেখানে নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনসাধারন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যারা সর্বসাধারনের কাছে কাজগুলো পরিবেশন প্রচার বা বিতরনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে তাদের সম্পর্কিত অধিকার মঞ্জুর করে। যদিও এ কাজ গুলো কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

উদাহারণ: একটি গঠনের ক্ষেত্রে সুরকারের সংগীত এবং গীতিকারের কথা (গীতিকার এবং/বা লেখক) কপিরাইট সংরক্ষন করে। সম্পর্কিত অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

- সুরকার এবং গায়কের সংগীত উপস্থাপনা যারা সংগীতটি উপস্থাপন করে।
- ধ্বনি রেকডিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক যার মধ্যে সংগীতটিও অন্তভূক্ত;
- সংগীত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা ও সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্প্রচারকৃত অনুষ্ঠান।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কিভাবে আপনার ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত

কপিরাইট একটি পন্য বা সেবার সাহিত্যিক শৈল্পিক নাটকোচিত অথবা অন্যান্য সৃজনশীল উপাদান সুরক্ষা করে; যা দ্বারা কপিরাইটকারী অন্যদের ঐ সকল মৌলিক উপাদান ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেন। কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারসমূহ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করে;

- **বানিজ্যিক স্বার্থ থাকিলে মৌলিক কাজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনঃ** যেমন বই, সংগীত, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, মৌলিক তথ্য ভান্ডার, বিজ্ঞাপন, ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু, ভিডিও গেম, ধ্বনি রেকর্ডিং; রেডিও, টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকান্ড। কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারসমূহ যারা সংরক্ষিত কাজসমূহ অধিকারধারীর পূর্বানুমতি ব্যতিত অন্য কারো পক্ষে এগুলোর অনুলিপি তৈরী করা বা বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারসমূহ দ্বারা সংরক্ষিত কাজের ব্যবহারের উপর এরূপ একচেটিয়া অধিকার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাজারে লাভবান হতে এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সংরক্ষনে সহায়তা করে।

- **আয়সৃষ্টিতেঃ** কোন সম্পদের মালিকের মত কোন কাজের কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারসমূহের মালিক তা নিজে ব্যবহার করতে পারেন, বিক্রি, উপহার বা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তা হস্তান্তর করতে পারেন। কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সমূহের বানিজ্যিকীকরনের বিভিন্ন পন্থা আছে। একটি হচ্ছে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারসমূহের দ্বারা সংরক্ষিত কাজটির বহু অনুলিপি (যেমন ছবি মুদ্রন) তৈরী ও বিক্রি করা, অন্যটি হচ্ছে অন্যকোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর কাছে বিক্রি (স্বত্ব নিয়োগ) করা। সর্বশেষ, **প্রায়শই** পছন্দনীয় তৃতীয়টি হল লাইয়েন্স প্রদানের অধিকার; অর্থাৎ অন্যকোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে অর্থের বিনিময়ে উভয় পক্ষের সম্মত শর্তবলীতে নিজস্ব কপিরাইট সংরক্ষিত কাজের ব্যবহারের অনুমতি প্রদান (৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

- **তহবিল সংগ্রহেঃ** কোম্পানীগুলো যারা কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার সম্পদের মালিকানাধারী (যেমন কয়েকটি চলচ্চিত্রের বিতরন অধিকার সংক্রান্ত দলিল) এই ধরনের অধিকার সম্পর্কিত দলিলপত্র বন্ধক রেখে অর্থ বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন নিতে পারেন এবং ঋনদাতা তাদের থেকে "বন্ধকী সুদ" গ্রহন করতে পারেন।

- **অধিকার লঙ্ঘনকারী বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেঃ** কপিরাইট আইন কপিরাইটধারীর একচেটিয়া অধিকার কারো দ্বারা লঙ্ঘিত হলে (আইনের ভাষায় থাকে লঙ্ঘনকারী বলা হয়) অধিকারধারীকে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাভ, জাল পণ্য ধ্বংস করা এবং মামলা পরিচালনাকারী আইনজ্ঞের ফি আদায়ে সহায়তা করে। কোন কোন দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে কপিরাইট লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দন্ডসমূহ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- **অন্যদের স্বত্ত্বাধীন কাজ ব্যবহারঃ** অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধীন কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের ভিত্তিতে কোন কাজ বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে সেটা আপনার ব্যবসার ব্রান্ডের মূল্য বৃদ্ধিসহ ব্যবসা মূল্য ও কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। উদাহরন স্বরূপ কোন রেস্টুরেন্ট, পানশালা, খুচরা দোকান বা বিমানে ভ্রমনের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণের সময় অথবা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় সংগীত বাজালে তা ভোক্তার জন্য বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে। অধিকাংশ দেশে

এরূপ ক্ষেত্রে সংগীতের ব্যবহারের জন্য কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকারধারীর নিকট থেকে লাইলেন্স আকারে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংগীত ব্যবহারের পূর্বানুমোদন নেয়া আবশ্যক। কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন সর্ম্পকে বোধগম্যতা আপনাকে কখন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং কিভাবে উহা অর্জন করা যাবে সে সম্পর্কে আপনাকে ধারনা দিতে সাহায্য করবে। কপিরাইটধারী এবং/অথবা সম্পর্কিত অধিকারধারী থেকে কোন একটি বিশেষ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স গ্রহণ বিরোধ পরিহারের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ঠ পন্থা: তা না হলে মূল্যবান সময় অপচয়, অনিশ্চতা এবং ব্যয়বহুল মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হতে পারে।

অধিকাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ব্রশিয়র মুদ্রণ করে বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যেগুলো কপিরাইট সুরক্ষিত বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কিভাবে অর্জন করা যায়?

বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল দেশে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সংক্রান্ত এক বা একাধিক জাতীয় আইন রয়েছে। যেহেতু কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার আইনগুলির মধ্যে গুরুত্বের ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার জড়িত আছে, এমন কোন মৌলিক ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জাতীয় কপিরাইট অথবা সম্পর্কিত অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করা এবং একজন যথাপোযুক্ত আইনজীবির আইনী পরামর্শ গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে।

অনেকগুলো দেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তজার্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে যা ঐ সমস্ত দেশগুলোকে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষার মাত্রাকে সামাঞ্জস্যপূর্ণ করতে উল্লেখ্যযোগ্য মাত্রায় সহায়তা করেছে। বহু দেশ এটি নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা অথবা কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কপিরাইট সুরক্ষার মাধ্যমে কোন কাজ থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রধান আন্তজার্তিক চুক্তিগুলোর একটি তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ দেয়া হল।

মৌলিক সৃষ্টি সুরক্ষার আর কোন আইনী পন্থা আছে কি?

আপনার সৃষ্টিকর্মের ধরণের ওপর নির্ভর করে, ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষায় আপনি নিচের যে কোনো একটি মেধা সম্পদ অধিকার ব্যবহার করতে পারেন :

- **ট্রেডমার্ক:** ট্রেডমার্ক একটি প্রতীকের ওপর (যেমন একটি শব্দ, লোগো, রঙ বা এগুলো সংমিশ্রণ) একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে, যেটা এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য আলাদা করতে সাহায্য করে।
- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন:** একটি পণ্যের আলঙ্কারিক বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার লাভ করা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্প নকশা) সুরক্ষার মাধ্যমে, যেটা কোনো কোনো দেশে 'ডিজাইন পেটেন্ট' নামেও পরিচিত।
- **পেটেন্ট:** উদ্ভাবনের সুরক্ষা প্রদান করে পেটেন্ট, যে উদ্ভাবনগুলো অভিনবত্ব, উদ্ভাবনকুশল পদক্ষেপ এবং শিল্পে ব্যবহারযোগ্যতার শর্ত পূরণ করে।
- **বাণিজ্যিক মূল্য সংশ্লিষ্ট** গোপনীয় ব্যবসায়িক তথ্য বানিজ্যিক মূল্য আছে তা ততক্ষণ ট্রেড সিক্রেট হিসাবে সুরক্ষিত করা যেতে পারে যতক্ষণ এর মালিক যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য গোপন বা অপ্রকাশিত রাখতে সক্ষম হন।
- **অসাধু প্রতিযোগীতা** আইনসমূহ আপনাকে প্রতিযোগীদের অসাধু আচরনের ব্যবসায়িক চর্চার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের মেধা সম্পদ অধিকারের মাধ্যমে যে ধরণের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব, তার পাশাপাশি পণ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কিছু সুরক্ষা কখনও কখনও এই অসাধু প্রতিযোগিতা আইন অনুমোদন করে। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ধরণের সুনির্দিষ্ট মেধা সম্পদ অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষা সাধারণত প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রণীত জাতীয় আইনের তুলনায় অনেক শক্তিশালী।

কখনও কখনও, সৃষ্টিশীল কাজ সুরক্ষার জন্য কয়েকটি মেধা সম্পদ (একইসঙ্গে বা ধাপে ধাপে) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে, মিকি মাউস সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক উভয়ই।
ডিজনি এন্টারপ্রাইজ, ইনক. ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির অনুমোদনক্রমে ব্যবহৃত।

২. সুরক্ষার আওতা ও মেয়াদ

কপিরাইটের মাধ্যমে কোন ধরনের কাজগুলো সুরক্ষিত?

অধিকাংশ দেশে, কপিরাইট আইনের ইতিহাস হচ্ছে কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত কাজগুলোর ধারাবাহিক বিবর্তন। যদিও জাতীয় কপিরাইট আইন সাধারণত সৃষ্টিকর্মের পরিপূর্ণ তালিকা প্রদান করে না, কেবল সৃষ্টিকর্মের কয়েকটি শ্রেণীর তালিকা প্রদান করে। যে কাজগুলোর পরিসর প্রায়শ বিস্তৃত ও নমনীয়। অধিকাংশ দেশে সুরক্ষিত কাজের শ্রেণী বা প্রকারগুলো হচ্ছে :

- সাহিত্যকর্ম (যেমন, বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, কারিগরীপত্র, নির্দেশনামূলক ম্যানুয়াল, ক্যাটালগ, সাহিত্যকর্মের সূচি বা সংকলন);
- সঙ্গীত বিষয়ক কাজ বা সঙ্গীত রচনা, সংকলনসহ;
- নাটক বিষয়ক কাজ (কেবল নাটকই এর অন্তর্ভুক্ত নয়, ভিডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত বিক্রয় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামও এর অন্তর্ভুক্ত);
- শৈল্পিককর্ম (যেমন, কার্টুন, ড্রয়িং, পেইন্টিং, ভাস্কর্য এবং কম্পিউটার শিল্পকর্ম);
- আলোকচিত্র বিষয়ক কাজ (কাগজ এবং ডিজিটাল ফার্ম উভয়ই)
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং সফটওয়্যার (৯নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন);
- কয়েক ধরনের তথ্যভান্ডার (Data base) (১১ নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন);
- মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট, ডায়াগ্রাম, পরিকল্পনা এবং কারিগরী নকশা;
- বিজ্ঞাপন, বাণিজ্যিক মুদ্রণ ও লেবেল;
- চলচ্চিত্র বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কাজ, এর মধ্যে রয়েছে মোশন পিকচার, টেলিভিশন শো এবং ওয়েবকাস্ট;
- মাল্টিমিডিয়া পণ্য (২৪ নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন); এবং
- কোনো কোনো দেশে, ব্যবহারিক শিল্পকর্ম (যেমন শৈল্পিক অলঙ্কার, ওয়ালপেপার এবং কার্পেট) (১৪ নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন)।

যেসব কাজ **মুদ্রণের** মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বা **ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে** তৈরি ও সংরক্ষিত হয় সেগুলোও কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত। মূলত, ডিজিটাল আকারের একটি কাজ কেবল একটি কম্পিউটারের মাধ্যমেই পড়া যায়– কারণ এটা কেবল শূণ্য ও এক দিয়েই গঠিত– এবং এটা কপিরাইট সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে না।

মানচিত্র

সঙ্গীত ও ভিডিও

www.wipo.int/sme/

কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার সুরক্ষা

ডিজিটাল দৃষ্টিকোণ থেকে, লেখা, শব্দ, গ্রাফিক্স, আলোকচিত্র, সঙ্গীত, অ্যানিমেশন, ভিডিও... এবং সফটওয়্যারের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু, একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য অন্য সবকিছু থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামকে আলাদা করেছে। লেখা, শব্দ, গ্রাফিক্স ইত্যাদি সাধারণত অক্রিয়াশীল প্রকৃতির, বিপরীতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম হচ্ছে ধরণে সক্রিয় প্রকৃতির। এ কারণে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম সুরক্ষার জন্য কপিরাইট আইনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।

বাস্তবে, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের উপাদানগুলো সুরক্ষার নানান পদ্ধতি রয়েছে :

- কপিরাইট একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখকের মৌলিক অভিব্যক্তি 'সাহিত্যকর্ম' হিসেবে সুরক্ষা করে। এভাবে সোর্স কোডকে দেখা হয় মানুষের বোধগম্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে, যেটা ঐ সফটওয়্যার প্রকৌশলীর ধারণাকে প্রকাশ করে যিনি এটা লিখেছেন। কেবল মানুষের বোধগম্য নির্দেশনা নয় (সোর্স কোড), মেশিন-বোধগম্য বাইনারি নির্দেশনাও (অবজেক্ট কোড) সাহিত্যকর্ম বা 'লিখিত অভিব্যক্তি' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এ কারণে, এগুলোও **কপিরাইটের** মাধ্যমে সুরক্ষিত। তবে, কপিরাইটকৃত অবজেক্ট কোডের অর্থনৈতিক মূল্য উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণভাবে ফাংশনাল প্রান্ত থেকে যেটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অবজেক্ট কোড একটি কম্পিউটারকে কার্যক্ষম করে তোলে, এটাই খুচরো সফটওয়্যার হিসেবে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়। মোড়ককৃত সফটওয়্যার বাজার লিড-টাইম প্রভাবযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে, নির্মাতাদের হাতে কিছুটা সময় থাকে, যে সময়ের মধ্যে তারা প্রতিযোগীদের তুলনায় কিছুটা সুবিধা পেয়ে থাকেন। সুরক্ষার আইনগত মেয়াদের মধ্যে নির্মাতাদের বুৎপন্ন কাজ তৈরির একচেটিয়া অধিকার প্রদানের মাধ্যমে কপিরাইট আইন লিড-টাইমকে বাড়িয়ে দেয়।
- কোন কোন দেশে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের ফাংশনাল উপাদানগুলো যা উদ্ভাবনের সাথে সম্পর্কিত **পেটেন্টের** মাধ্যমেও সুরক্ষা করা যেতে পারে, অন্য দেশগুলোতে সবধরণের সফটওয়্যার পেটেন্ট সুরক্ষার বাইরে।
- কপিরাইট সুরক্ষার পাশাপাশি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের সোর্স কোড **ট্রেডসিক্রেট** হিসেবে সুরক্ষিত রাখার রেওয়াজও খুবই প্রচলিত।
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম সৃষ্ট নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন কম্পিউটার স্ক্রিনের ওপর প্রদর্শিত আইকন, কোন কোন দেশে **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** হিসেবেও সুরক্ষা করা যেতে পারে।
- **চুক্তি আইনের** মাধ্যমে পরিচালিত একটি চুক্তিও আইনগত সুরক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে অবস্থান করে মেধাসম্পদ অধিকার পূরণ করে বা এমনকি এর স্থলাভিষিক্তও হতে পারে। প্রায়শ: একটি চুক্তি/লাইসেন্স চুক্তির মাধ্যমে উপনীত এ ধরনের অতিরিক্ত সুরক্ষাকে বলা হয় 'সুপার-কন্ট্রাক্ট'। তবে,

এ জাতীয় অতিরিক্ত সুরক্ষা অনেক সময় নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়, বাজারে প্রাধান্যমূলক অবস্থানের অপব্যবহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অধিকাংশ দেশ সফটওয়্যারসহ তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর **ফৌজদারি আইন** ব্যবহার করতে শুরু করেছে।
- আইনগত সুরক্ষার বাইরে, সফটওয়্যার সুরক্ষার একটি নতুন দিক স্বয়ং এই **প্রযুক্তি;** উদাহরণ হিসেবে, লকআউট প্রোগ্রাম এবং এনক্রিপশন পদ্ধতির ব্যবহার। এভাবে, প্রযুক্তি বুদ্ধিমান প্রযোজকদের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সুযোগ করে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, একটি ভিডিও গেম নির্মাতা তার অবজেক্ট কোড সুরক্ষার ক্ষেত্রে লকআউট প্রযুক্তি এবং/বা কপিরাইটের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

একইসঙ্গে, এটা উল্লেখ প্রয়োজন যে, সফটওয়্যারের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কপিরাইট করা যায় না। সফটওয়্যার পরিচালনা পদ্ধতি (অর্থাৎ, মেন্যু, কমান্ড) সাধারণত কপিরাইটযোগ্য নয়, যদি না সেগুলো অত্যাধিক মাত্রায় স্বতন্ত্র বা শৈল্পিক উপাদানসমৃদ্ধ হয়। এভাবে, একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (জিইউআই) কপিরাইটযোগ্য নয়, যদি না এখানে সত্যিকারের কিছু অভিব্যক্তিমূলক উপাদান থাকে।

কম্পিউটার সফটওয়্যারের অভিব্যক্তিমূলক উপাদান কপিরাইটের মাধ্যমে সংরক্ষণ :

- নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না (২৪ নং পৃষ্ঠাদেখুন);
- এ কারণে এটা অর্জন করা সাশ্রয়ী;
- মেয়াদ দীর্ঘ (২৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন);
- সীমিত সুরক্ষা মঞ্জুর করে, যেহেতু এটা সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত ধারণা, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া প্রকাশের বিশেষ ধরণকেই সুরক্ষা করে যা একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে **প্রকাশিত** হয় (১৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন)
- এটা একটি ধারণা, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে রক্ষা করে না। অন্যকথায়, কপিরাইট হচ্ছে একটি সোর্স কোড, অবজেক্ট কোড, প্রয়োগযোগ্য প্রোগ্রাম, ইন্টারফেস এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশনামূলক ম্যানুয়ালের অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে কিন্তু, সফটওয়্যারে ব্যবহৃত ফাংশন, ধারণা, কার্যপদ্ধতি, প্রক্রিয়া, অ্যালগরিদম, পরিচালনা পদ্ধতি বা যুক্তি নয়। এগুলো কখনও কখনও পেটেন্টের মাধ্যমে সুরক্ষা করা যায় অথবা প্রোগ্রামকে ট্রেডসিক্রেট হিসেবেও রাখা যায়।

আইনগত বা প্রযুক্তিগত উদ্যোগের কথা কেউ বিবেচনা করতে পারেন, তবে আজকের দিনের পরিস্থিতি সফটওয়্যার নির্মাতাদেরকে তাদের পণ্যের ওপর ব্যাপকভিত্তিক সুরক্ষা নিতে বাধ্য করেছে, যেন তারা এটা তাদের ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে, এর সঙ্গে একটি চ্যালেঞ্জও যুক্ত। একটি ডিজিটাল কাজের নিখুঁত একটি কপি বিশ্বের যে কোনো স্থানে বসে একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের সাহায্যে

কয়েকটি মাউস-ক্লিক বা কি চেপে তৈরি ও বিতরণ করা যায়।

এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, আজকের দিনের ব্যাপক ভিত্তিক ও জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে, কপিরাইট লঙ্ঘনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটে থাকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের হুবহু কপি বা অননুমোদিত বিতরণের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রশ্নটি হচ্ছে এই মিলগুলো অভিব্যক্তি (কপিরাইটের মাধ্যমে সুরিক্ষত) না ফাংশন (কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয়) তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

ডাটাবেজের সুরক্ষা

একটি ডাটাবেজ হচ্ছে তথ্যের সংকলন, সহজে প্রবেশ ও বিশ্লেষণের জন্য যা পদ্ধতিগতভাবে সংগঠিত থাকে। এটা কাগজে-কলমে বা ডিজিটাল আকারে হতে পারে। ডাটাবেজ সুরক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতিটি হচ্ছে কপিরাইট আইন। তবে, **সব ডাটাবেজই কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয়,** এমনকি যেগুলো সুরক্ষিত সেগুলোও **সীমিত আকারে সুরক্ষা** পায়।

- কোন কোন দেশে (যেমন, যুক্তরাষ্ট্র) কপিরাইট কেবল সেই ধরণের ডাটাবেজের সুরক্ষা দেয়, যদি সেগুলো এমনভাবে নির্বাচিত, সমন্বিত বা বিন্যাস করা হয় যা পর্যাপ্তভাবে **মৌলিক**। তবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাটাবেজ এবং যে ডাটাবেজগুলোতে একটি মৌলিক নিয়মের ভিত্তিতে (যেমন, একটি টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ব্যবহৃত আদ্যক্ষর অনুযায়ী বিন্যাস পদ্ধতি) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে সেগুলো সাধারণত ঐসব দেশে কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয় (কিন্তু কখনও কখনও অসাধু প্রতিযোগিতা আইনের অধীনে সুরক্ষিত হতে পারে)।
- অন্যান্য দেশগুলোতে, বিশেষ করে ইউরোপে, **মৌলিক নয় এমন ডাটাবেজগুলো** একটি অনন্য (সুই-জেনারিস) অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে, যাকে বলা হয় **ডাটাবেজ রাইট**। এই অধিকার ডাটাবেজগুলোর বিস্তৃত সুরক্ষা প্রদান করে, এটি ডাটাবেজ নির্মাতাদের প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন দেয়, যদি প্রতিযোগীরা সেই ডাটাবেজের বিশাল অংশ (সংখ্যাগত অথবা পরিমানগত) পুনরায় ব্যবহার করে। তবে শর্ত থাকে যে, এ জাতীয় ডাটাবেজের তথ্য তৈরি, পরীক্ষা বা উপস্থাপনের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ থাকতে হবে। যদি একটি ডাটাবেজের কাঠামোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মৌলিকত্ব বিদ্যমান থাকে,তাহলে এটা কপিরাইটের মাধ্যমেও সুরক্ষা করা যায়।

যখন একটি ডাটাবেজ কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়, এই সুরক্ষার আওতা **কেবলমাত্র ডাটাবেজের নির্বাচন ও উপস্থাপনের ভঙ্গির** মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়।

সুরক্ষার জন্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি কাজে কোন গুণাবলীগুলো থাকা প্রয়োজন?

কপিরাইট সুরক্ষারযোগ্য হতে গেলে, একটি কাজ বা সৃষ্টিকর্ম অবশ্যই **মৌলিক** হতে হবে। একটি মৌলিক কাজ হচ্ছে সেটাই যেটা লেখকের অভিব্যক্তির মধ্যেই 'সৃষ্টি' হয়, অর্থাৎ কাজটি স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অন্য কারোর কাজ থেকে নকল করা হয়নি বা সর্বসাধরণের জন্য উন্মুক্ত কোনো উপাদান থেকে নেয়া হয়নি। কপিরাইট আইনে বর্ণিত মৌলিকত্বের অর্থ এক এক দেশে এক এক রকম। যে কোনো ক্ষেত্রে, **অভিব্যক্তি** বা **প্রকাশের ধরণের** সঙ্গেই মৌলিকত্ব যুক্ত, ধারণার সঙ্গে যুক্ত নয় (১৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে কাজটি কোনো **বস্তুগত আকারে স্থায়ী** হওয়ার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে রয়েছে, একটি কাজ যেটা কাগজে লিখিত, ডিস্কে সংরক্ষিত, ক্যানভাসে চিত্রায়িত বা টেপে রেকর্ডকৃত। এ কারণে, নৃত্য প্রণয়ন-কলা (কোরিওগ্রাফি) বা ইমপ্রোভাইজড কাজ (তাৎক্ষণিক উদ্ভবন) বা সঙ্গীত নৈপূণ্য, যেগুলো নোটেশনভুক্ত বা রেকর্ডকৃত নয়, সেগুলো সুরক্ষিত নয়। ফিক্সেশন বা রেকর্ডিংয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়েছে ক্ষণস্থায়ী পুনরুৎপাদনমূলক কাজগুলো, যেমন যে কাজগুলো স্বল্পক্ষণ একটি স্ক্রিনে প্রদর্শন করা হয়, একটি টিভি বা সমজাতীয় ডিভাইসে দেখানো হয় বা একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে ধারণ করা হয়। লেখক বা লেখকের কর্তৃত্ববলে একটি কাজ রেকর্ড করা যেতে পারে। শব্দ বা ছবিসহ একটি কাজের সম্প্রচারকে 'ফিক্সড' বা রেকর্ডেড হিসেবে ধরে নেয়া হবে যদি সম্প্রচারের সময় একইসঙ্গে কাজটি রেকর্ড করা হয়। দুই ধরণের উপকরণ বা বস্তুতে এ ধরনের কাজ রেকর্ড করা যেতে পারে : ফোনোগ্রাম বা কপি। কপি হতে পারে বস্তুগত (প্রিন্ট ও নন-প্রিন্ট মাধ্যমে, যেমন একটি কম্পিউটার চিপে) বা ডিজিটাল (কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ডাটাবেজ সংকলন)।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় ধরনের কাজই কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

একটি মৌলিক কাজ সৃষ্টির পেছনে শ্রম, দক্ষতা, সময়, মেধা, নির্বাচন বা মানসিক উদ্যোগ জড়িত। এমনকি, একটি কাজ কপিরাইট সুরক্ষা উপভোগ করতে পারে এর সৃষ্টিশীল উপাদান, মান বা মূল্য ব্যতিরেকেই এবং এখানে কোনো সাহিত্য বা শৈল্পিক গুণাগুণ জড়িত থাকার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও কপিরাইট প্রযোজ্য, যেমন, মোড়কের লেবেল, রেসিপি, কারিগরী নির্দেশিকা, নির্দেশনামূলক ম্যানুয়াল বা প্রকৌশল ডিজাইনের পাশাপাশি ধরা যাক একটি তিন বছরের শিশুর ড্রয়িং। স্কেচ, স্থাপত্য শিল্প বিষয়ক কারিগরী ডিজাইন, প্রকৌশল সামগ্রী, মেশিন, খেলনা, পোশাক ইত্যাদি কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

স্কেচ, স্থাপত্যশিল্প বিষয়ক কারিগরী ডিজাইন, প্রকৌশল সামগ্রী, মেশিন, খেলনা, পোশাক ইত্যাদি কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

একটি কাজের কোনদিকগুলো কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয়?

- **ধারণা বা কনসেপ্ট**। কপিরাইট আইন কোনো কাজের ধারণা বা কনসেপ্ট প্রকাশের ধরণকেই কেবল সুরক্ষা করে। এটা সম্পূর্ণ ধারণা, কনসেপ্ট, আবিষ্কার, পরিচালনা পদ্ধতি, নীতি, কার্যধারা, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে সুরক্ষা করে না, তা সেটা একটি কাজে যে আকারেই বর্ণিত বা সংযুক্ত হোক না কেন। অন্যদিকে,একটি কনসেপ্ট বা কোনোকিছু সম্পাদনের পদ্ধতি কপিরাইটের বিষয়বস্তু নয়, লিখিত নির্দেশনা বা সেই কনসেপ্ট বা কর্মসম্পাদন পদ্ধতি ব্যাখ্যা বা চিত্রায়িত করার কাজে ব্যবহৃত স্কেচগুলো কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

উদাহরণ যে ম্যানুয়ালটি বিয়ার প্রস্তুতের পদ্ধতি বর্ণনা করে এইরূপ একটি নির্দেশনামূলক ম্যানুয়ালের ওপর আপনার কোম্পানির কপিরাইট অধিকার রয়েছে। সেই ম্যানুয়াল যেভাবে লেখা হয়েছে, এবং যে শব্দাংশ ও চিত্র আপনি ব্যবহার করেছেন তা যেন অন্য কেউ ব্যবহার করতে না পারে সেই অধিকার কপিরাইট আপনাকে প্রদান করে। (ক) ম্যানুয়ালে বর্ণিত যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা থেকে; অথবা (খ) একটি বিয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আরেকটি ম্যানুয়াল লেখা থেকে তবে আপনি প্রতিযোগীদের প্রতিহত করতে পারবেন না।

- **ঘটনা বা তথ্য**। কপিরাইট কোনো ঘটনা বা তথ্য সুরক্ষা করে না–হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, আত্মজীবনী বা সংবাদ– কেবল যে উপায়ে সেই ঘটনা বা তথ্য প্রকাশিত, নির্বাচিত বা সন্নিবেশিত হয়েছে কপিরাইট কেবল তারই সুরক্ষা প্রদান করে (১১ নং পৃষ্ঠায় ডেটাবেজ সুরক্ষার বক্স আইটেমটি দেখুন)।

উদাহরণ **:** একটি আত্মজীবনীতে থাকতে পারে একজন ব্যক্তির নানান ঘটনা। লেখক ঐ বিষয়গুলো উদঘাটনে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় ও উদ্যোগ ব্যয় করে থাকতে পারেন, যেগুলো আগে অজানা ছিল। তবে, অন্যরা সেই ঘটনাগুলো ব্যবহার করতে পারেন যদি না তারা যেভাবে সেই ঘটনাগুলো ব্যক্ত হয়েছে সেই ধরণটি নকল করেন। একইভাবে, খাবার রান্নার জন্য কেউ একজন একটি রেসিপির তথ্য ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু বিনা অনুমতিতে ঐ রেসিপির নকল কপি তৈরি করতে পারেন না।

- **নাম, শিরোনাম, স্লোগান এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত শব্দাংশ** সাধারণত কপিরাইট সুরক্ষার আওতা বহির্ভূত। তবে, কোন কোন দেশে সেগুলো সুরক্ষাযোগ্য, যদি তা অতিমাত্রায় সৃষ্টিশীল হয়ে থাকে। একটি পণ্যের নাম বা বিজ্ঞাপনের স্লোগান সাধারণত কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে না, কিন্তু ট্রেডমার্ক আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে পারে (৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন) বা অসাধু প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে পারে। তবে, একটি লোগো কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক উভয়ের মাধ্যমেই সুরক্ষিত হতে পারে, যদি এ ধরনের সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়।

- **সরকারি কর্ম** (যেমন, আইন বা রায়ের অনুলিপি) কোনো কোনো দেশে কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত নয় (৩২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)।

- **ব্যবহারিক শিল্পকর্ম**। কোন কোন দেশে, ব্যবহারিক শিল্পকর্ম কপিরাইটের বাইরে। এসব দেশে, একটি কাজের আলঙ্কারিক দিকগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্পনকশা) হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে পারে (নিচের বক্স আইটেম দেখুন)। তবে, কপিরাইট একটি বস্তুর চিত্ররূপ, গ্রাফিক্যাল বা ভাস্কর্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো সুরক্ষা করে যেটা 'উপযোগমূলক দিকগুলো থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত' করা যায়।

কপিরাইট সুরক্ষা কোন অধিকারগুলো প্রদান করে?

কপিরাইট দুই ধরনের অধিকার প্রদান করে। অর্থনৈতিক অধিকার সম্ভাব্য বাণিজ্যিক লাভের ভিত্তিতে লেখক বা মালিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষা করে। নৈতিক অধিকার লেখকের সৃষ্টিশীল অখন্ডতা এবং সুনাম সুরক্ষা করে যেটা তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

অর্থনৈতিক অধিকার কোনগুলো?

অর্থনৈতিক অধিকার কপিরাইট মালিককে একটি কাজ ব্যবহারের অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার **একচেটিয়া অধিকার** প্রদান করে। একচেটিয়ার মানে হচ্ছে অন্য কেউ কপিরাইট মালিকের অনুমোদন ছাড়া এই অধিকার ব্যবহার করতে পারবে না। এ জাতীয় অধিকারের আওতা, তাদের সীমবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমগুলো সংশ্লিষ্ট কাজের ধরণ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের কপিরাইট আইনের ওপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে 'কপি বা অনুলিপি তৈরির অধিকার'-এর তুলনায় আরো বেশি কিছু; এখানে কেবল এই অধিকারের ওপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয় না, কিন্তু আরো অনেক অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, যে অধিকারগুলো কপিরাইট মালিকের সৃষ্টিশীল কাজের অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধ করে। সাধারণত, অর্থনৈতিক অধিকারের আওতাভুক্ত একচেটিয়া অধিকারগুলো হচ্ছে :

ব্যবহারিক শিল্পকর্ম– কপিরাইট ও ডিজাইন অধিকারের মধ্যে অধিক্রমণ

ব্যবহারিক শিল্পকর্ম হচ্ছে শৈল্পিক কাজ, যেগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণে যুক্ত করে শিল্পসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সচারচর উদাহরণ হচ্ছে অলঙ্কার, বাতি এবং আসবাব। ব্যবহারিক শিল্পের দ্বৈত চরিত্র থাকে: এগুলো শৈল্পিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তবে, এগুলোর ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বাজারে না ঘটে সাধারণত নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে ঘটে থাকে। এ কারণে এটা কপিরাইট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষার প্রান্তসীমায় থাকে। **ব্যবহারিক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুরক্ষা এক দেশ থেকে আরেক দেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভিন্নতর হতে পারে**। তবে, এই দুই ধরনের সুরক্ষা কোনো কোনো দেশে একসঙ্গে বিদ্যমান থাকতে পারে। এ কারণে, একটি নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য **একজন জাতীয় মেধাসম্পদ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের সুপারিশ করা হচ্ছে**।

www.wipo.int/sme/

- বিভিন্ন মাধ্যমে **কপি করে একটি কাজ পুনরুৎপাদন**। উদাহরণ হিসেবে, একটি সিডি কপি, একটি বই ফটোকপি, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডাউনলোড, একটি ফটো ডিজিটাইজড করে হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ, কোনো লেখা স্ক্যান করা, একটি টি-শার্টে কার্টুন চরিত্র ছাপানো অথবা একটি গানের অংশবিশেষ একটি নতুন গানে সংযুক্ত করা। কপিরাইটের মাধ্যমে অনুমোদনকৃত অধিকারগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।
- **একটি কাজের কপি সর্বসাধারণের কাছে বিতরণ করা**। কপিরাইট এর মালিককে তার অনুমতি ছাড়া একটি কাজের অবৈধ কপি বিক্রি করা, ধার দেয়া, বা লাইসেন্স প্রদান নিষিদ্ধ করার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রয়েছে: অধিকাংশ দেশে, একটি নির্দিষ্ট কপির মালিকানা প্রথমবার বিক্রি বা হস্তান্তর করলেই বিতরণের অধিকার আর কপিরাইট মালিকের থাকে না। অন্য কথায়, একজন কপিরাইট মালিক কেবল একটি কাজের কপি বা অনুলিপির 'প্রথমবারের বিক্রয়টি' শর্ত ও ধারাসহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু, একটি নির্দিষ্ট কপি বিক্রি হয়ে যাবার পর, ঐ কপিটি পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের ভেতর কিভাবে বিতরণ করা হচ্ছে তার ওপর কিছুই বলার থাকে না কপিরাইট মালিকের। ঐ কপি বা অনুলিপির ক্রেতা এরপর ঐ কপিটি বিক্রি করে দিতে পারেন, অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু অন্য কোন কপি তৈরি করতে পারেন না বা ঐ কাজের ওপর ভিত্তি করে অন্যকিছু তৈরি করতে পারেন না।
- **একটি কাজের ভাড়ার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত কপি**। কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাজের ওপর এই অধিকার সাধারণত প্রযোজ্য, যেমন চলচ্চিত্র বিষয়ক কাজ, সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট কাজ, বা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। তবে, এই অধিকার কম্পিউটার প্রোগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, যেটা একটি শিল্পজাত পণ্যের অংশ। উদাহরণ হিসেবে, একটি ভাড়ায় চালিত গাড়ির ইগনিশন বা প্রজ্জ্বলন নিয়ন্ত্রণকারী প্রোগ্রাম।
- **একটি কাজের অনুবাদ বা অভিযোজনা সৃষ্টি**। এ ধরনের কাজগুলোকে বলে ডেরিভেটিভ কাজ, যে কাজগুলো একটি সুরক্ষিত কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। উদাহরণ হিসেবে, নির্দেশনামূলক একটি ম্যানুয়াল ইংরেজি থেকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ, একটি উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে বিভিন্ন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে পুনর্লিখন, ভিন্ন সাঙ্গীতিক বিন্যাস তৈরি অথবা একটি কার্টুন চরিত্রের ভিত্তিতে একটি খেলনা তৈরি। অনেক দেশেই, ডেরিভেটিভ কাজের একচেটিয়া অধিকারের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে: যেমন, আপনি যদি আইনগতভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি কপির মালিক হন, তাহলে নিয়মিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আপনি এটাতে পরিমার্জনা করতে পারবেন।
- **জন সমক্ষে প্রদর্শনী এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার**। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনসমক্ষে প্রদর্শনী, আবৃত্তি, রেডিও, ক্যাবল, স্যাটেলাইট বা

টেলিভিশন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি কাজ সম্প্রচারের একচেটিয়া অধিকার। একটি কাজের **জনসমক্ষে সম্পাদন** হয় তখন, যখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এমন একটি স্থানে এটা প্রদর্শন করা হয় বা যেখানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং বন্ধুদের বাইরে আরো অনেকে উপস্থিত থাকে। পারফরমেন্স অধিকার সাহিত্য, সংগীত এবং অডিও ভিজ্যুয়াল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে প্রচারের অধিকারের মধ্যে সব শ্রেণীর কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত।

- **কাজ পুনঃবিক্রি হলে বিক্রয় মূল্যের একটি অংশগ্রহণ**। এটাকে বলা হয় রিসেল বা পুনঃবিক্রয় অধিকার। গুটিকয়েক দেশে এ অধিকার রয়েছে এবং সীমিত কয়েক ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য (অর্থাৎ, পেইন্টিং, ড্রয়িং, প্রিন্ট, কোলাজ, ভাস্কর্য, খোদাই, ট্র্যাপেস্ট্রি, সিরামিক, গ্লাসওয়্যার, মৌলিক পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি)। রিসেল অধিকার একটি কাজের পুনঃবিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ পাওয়ার অধিকার প্রদান করে। এই অংশ সাধারণত মোট বিক্রয় মূল্যের ২ থেকে ৫ শতাংশ হয়ে থাকে।
- চাহিদা মাত্র প্রদানের (অন-ডিমান্ড) সুবিধা দিতে ইন্টারনেটে **কাজগুলো মজুদ রাখা**, যেন একজন ব্যক্তি তার নিজের পছন্দ মাফিক সময়ে যে কোনো স্থান থেকে এই কাজগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন-ডিমান্ড, ইন্টারঅ্যাকটিভ যোগাযোগের ক্ষেত্রেই এই অধিকার প্রযোজ্য।

যে কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যদি সুরক্ষিত কাজগুলো ব্যবহার করতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই কপিরাইট মালিকের অনুমোদন নিতে হবে। যদিও একজন কপিরাইট মালিকের অধিকার একচেটিয়া, তবু সেগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে সীমিত (২৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন) এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রমের আওতাধীন (৪৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

নৈতিক অধিকার কোনগুলো?

এ অধিকারগুলোর ভিত্তি ফরাসি droitd'auteur প্রথা, যেটা সৃষ্টিশীল সৃষ্টিকর্মকে স্রষ্টার চৈতন্য ও আত্মার মূর্ত প্রকাশ হিসেবেই বিবেচনা করে। অ্যাংলো-স্যাক্সন আইন কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকারকে বিবেচনা করে সম্পদ অধিকার হিসেবে, যার অর্থ হচ্ছে কোনো সৃষ্টিকর্ম একটি বাড়ি বা গাড়ি কেনাবেচার মতোই ক্রয়, বিক্রি বা ইজারা দেয়া যাবে।

অধিকাংশ দেশ নৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তবে এই অধিকারের আওতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং সবগুলো দেশ কপিরাইট আইনের মধ্যে এটা অনুমোদন করে না। অধিকাংশ দেশ ন্যূনতম দুই ধরনের নৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়ঃ

- **কাজের লেখক হিসেবে নাম প্রকাশের অধিকার** ('অথরশিপ রাইট' বা 'প্যাটারনিটি রাইট')। যখন লেখকের একটি কাজ পুনরুৎপাদিত হয়, প্রকাশিত হয়, সহজ প্রাপ্য করা হয়, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়, বা উন্মুক্ত প্রদর্শনী হয়, তখন এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এটা নিশ্চিত করেন যে, লেখকের নামটি এ কাজের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে বা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এর মধ্যে সেটা যৌক্তিক হয়; এবং
- **কাজের অখণ্ডতা সুরক্ষার অধিকার**। এই অধিকার একটি কাজে কোনো ধরনের পরিবর্তন করার অধিকার নিষিদ্ধ করে, যে পরিবর্তনগুলো লেখকের সম্মান বা সুনামক্ষুণ্ন করতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকারের মত, নৈতিক অধিকার কারোর কাছে **হস্তান্তর করা যায় না,** যেহেতু এটা স্রষ্টা বা নির্মাতার একেবারে ব্যক্তিগত সম্পদ (কিন্তু এটা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে হস্তান্তর করা যায়)। একটি কাজের অর্থনৈতিক অধিকার যখন কারোর কাছে বিক্রি করা হয়, তখনও নৈতিক অধিকার থেকে যায় লেখকের কাছে। তবে, কোন কোন দেশে, একজন লেখক বা নির্মাতা তার **নৈতিক অধিকার একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে পরিত্যাগ করতে পারেন,** যেখানে তিনি তার নৈতিক অধিকারের কিছু অংশ বা সবটাই আর চর্চা না করতে সম্মত হতে পারেন।

কোন কোন দেশে, শিল্পীদের তাদের পারফরমেন্সের নৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

শিল্পীদের সরাসরি সম্প্রচারিত (লাইভ) শিল্পকর্মে বা ফনোগ্রামে রেকর্ডকৃত কর্মের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নৈতিক অধিকারগুলো অর্থনৈতিক অধিকার হস্তান্তরের পরও টিকে থাকে এবং এর মধ্যে রয়েছে:

- পারফরমেন্সে শিল্পী হিসেবে সনাক্ত হওয়ার অধিকার, ব্যতিক্রম হচ্ছে, যেখানে পারফরমেন্স ব্যবহারের ধরণের ভিত্তিতে নাম বাদ দেয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়।
- পারফরমেন্সের যে কোনো ধরনের বিকৃতি বা পরিমার্জনা বাধা দেয়ার অধিকার, যেটা তার সুনামের জন্য ক্ষতিকর।

সম্পর্কিত অধিকার' কোন অধিকারগুলো প্রদান করে?

শিল্পীদের (যেমন, অভিনেতা, সংগীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী) তাদের পারফরমেন্সে যে কোনো মাধ্যমে রেকর্ড করার, দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের বা সম্প্রচারের বা সরাসরি উপস্থাপন বা এর কিছু অংশ ক্যাবল সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রচারের অথবা রেকর্ডিংয়ের পুনরুৎপাদন অনুমোদন দেয়ার বা নিষিদ্ধ করার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু দেশ, যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো, সম্পাদনকারীদের সরাসরি সম্পাদন সংবলিত শব্দ রেকর্ডিং (ফোনোগ্রাম) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল কাজ ভাড়া বা ধার দেয়া অনুমোদন বা নিষিদ্ধের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে থাকে।

অনেক দেশে, যখন একটি ফোনোগ্রাম সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন শিল্পীদের বা ফনোগ্রামের প্রযোজকদের বা উভয়কে একটি সমতাপূর্ণ পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

অধিকাংশ দেশে, একজন শিল্পীর অধিকার, সম্পূর্ণ বা অংশত, অন্য কারোর কাছে হস্তান্তরের সুযোগ থাকে। এ ধরনের হস্তান্তর বা অধিকার লাইসেন্সিংয়ের পরও, একজন শিল্পী, সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আইনের ওপর নির্ভর করে, তার সরাসরি উপস্থাপনার 'নকল' কপি বা অননুমোদিত কপি ঐ দেশে তৈরি, বিক্রি, বিতরণ বা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন।

ফনোগ্রামের প্রযোজকরা (রেকর্ড নির্মাতা বা প্রযোজক) তাদের রেকর্ডিংয়ের পুনরুৎপাদন, ব্যবহার বা বিতরণ অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে তাদের ফোনোগ্রাম পুনরুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার। অন্যান্য অধিকারগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ফোনোগ্রাম সম্প্রচারের জন্য একটি পারিতোষিক লাভের অধিকার, প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার অধিকার (দর্শকের পছন্দমাফিক সময়ে দেখার সুবিধা), অথবা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচারের অধিকার। অনেক দেশেই, প্রযোজকরা তাদের ফোনোগ্রামের আমদানি ও বিতরণ নিষিদ্ধ করতে পারেন। কোন কোন দেশে, তারা তাদের অধিকারভুক্ত কোনো রেকর্ডিংয়ের জনসমক্ষে প্রদর্শনী বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচার থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ পাওয়ার অধিকারভুক্ত হন।

রেকর্ড নির্মাতাদের অধিকার

অধিকাংশ দেশে, রেকর্ড নির্মাতারা তাদের রেকর্ডিংয়ের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করতে পারেন না, কেবলমাত্র সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে একটি রয়্যালটি গ্রহণের অধিকার লাভ করেন।

যেসব দেশে এই অধিকার স্বীকৃত, সেখানে সম্প্রচার সংস্থাকে কেবল সঙ্গীত রচয়িতাকে (কম্পোজার) তার রচিত সঙ্গীত সম্প্রচারের জন্য বা রেকর্ড কোম্পানির কাছ থেকে রেকর্ড ক্রয়ের জন্যই অর্থ প্রদান করতে হয় না, পাশাপাশি ঐ রেকর্ড সম্প্রচারের জন্য রেকর্ড কোম্পানিকেও অর্থ প্রদান করতে হয়।

যখন একটি দেশ রোম কনভেনশন, WTO (TRIPS চুক্তি) বা WIPO পারফরমেন্স অ্যান্ড ফোনোগ্রামস ট্রিটিতে যোগদান করে, তখন সে দেশটি এই শর্ত যোগ করতে পারে যে, তার দেশে রেকর্ড নির্মাতাদের রয়্যালটি প্রদানের কোনো বাধ্যবাধকতা সম্প্রচার সংস্থার থাকবে না।

সম্প্রচার সংস্থাগুলো তাদের তারবিহীন যোগাযোগ সিগন্যালের ওপর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেন। এ অধিকারের মধ্যে রয়েছে পুনঃসম্প্রচারের অধিকার, সিগন্যাল রেকর্ডের অধিকার অথবা এই সিগন্যালের কোনো রেকর্ড পুনরুৎপাদনের অধিকার।

কোন কোন দেশে, সম্প্রচার সংস্থাগুলো তাদের সম্প্রচারিত রেকর্ডের অন-ডিমান্ড সম্প্রচার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখে। এছাড়া, অনলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ডাটাবেজে সংযুক্ত তাদের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের রেকর্ডিংয়ে দর্শকদের প্রবেশাধিকার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকারও তাদের থাকে। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশে কপিরাইপ ও সংশ্লিষ্ট অধিকার আইনের ধারা মোতাবেক ইন্টারনেট ভিত্তিক অডিও ও ভিডিও স্ট্রিমিং সম্প্রচার সেবা হিসেবে গণ্য হয় না। কোন দেশে, সম্প্রচার সংস্থাগুলো তাদের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ক্যাবল সম্প্রচার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে, অনুমোদন বা পারিতোষিক ছাড়াই ক্যাবল অপারেটররা ক্যাবলের মাধ্যমে সম্প্রচার সংস্থার সিগন্যাল পুনঃসম্প্রচার করতে সক্ষম।

চলচিত্র, সঙ্গীত এবং অন্যান্য উপকরন যা সম্প্চার করা হচ্ছে সেগুলোর কপিরাইট থেকে সম্প্চার সংস্থাগুলোকে প্রদত্ত অধিকার আলাদা।

অনেক দেশে, একটি টেলিভিশন কমিউনিকেশন সিগন্যালের সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার একচেটিয়া অধিকার পায়, উদাহরণ হিসেবে,দর্শনীর বিনিময়ে উন্মুক্ত কোনো স্থানে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন।

ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানের পুনঃসম্প্রচার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার সাধারণত চর্চা করা হয় কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনের (CMO) মাধ্যমে (৪০ নং পৃষ্ঠা দেখুন), এর ব্যতিক্রম হচ্ছে যেখানে সম্প্রচার সংস্থা নিজেই তাদের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এগুলোর চর্চা করে থাকে।

অনলাইন কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু তৈরি ও প্রচারের ক্ষেত্রে, একজন কপিরাইট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের সুপারিশ করা হচ্ছে, যেহেতু এটা আইনের দ্রুত বিকাশমান একটি খাত।

সংশ্লিষ্ট অধিকারের প্রয়োগ যথাযথ থাকে এবং কোনোভাবেই যে কাজটি প্রদর্শিত হচ্ছে, রেকর্ডে ধারণ করা হচ্ছে বা ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত হচ্ছে সেই কাজের কপিরাইট সুরক্ষাকে আক্রান্ত করে না।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার

একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে সঙ্গীত বা গান ব্যবহার করতে পারে, ক্রেতাদের আগ্রহ তৈরিতে, ভোক্তা আচরণের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে অথবা নিজস্ব কর্মীদের সুবিধার্থে। কর্মীদের জন্য উন্নত কাজের পরিবেশ প্রদান করে, অনুগত ভোক্তাশ্রেণী তৈরিতে সাহায্য করে এবং এমনকি সামগ্রিকভাবে কোম্পানি বা এর ব্র্যান্ড সম্পর্কে মানুষের ধারণা বৃদ্ধি করে কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিযোগীদের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। লাইসেন্সের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রদর্শনী বা সঙ্গীত ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে টেলিভিশন কোম্পানি, স্থানীয় টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশন, ক্যাবল ও স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম, পাবলিক ব্রডকাস্টার, ইন্টারনেট ওয়েবসাইট, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, নাইট ক্লাব, রেস্টুরেন্ট, ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক সার্ভিস, ফিটনেট ও হেলথ ক্লাব, হোটেল, বাণিজ্য মেলা, কনসার্ট উপস্থাপক, শপিং মল, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, বিমান সংস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত ব্যবহারকারীরা (এর মধ্যে রয়েছে টেলিফোন শিল্প-রিং টোন)। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকারের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো অধিকারের স্তর এবং অনেক ধরনের অধিকার মালিক/প্রশাসক। এর মধ্যে রয়েছে গীতিকার, সঙ্গীত রচয়িতা, রেকর্ড কোম্পানি, সম্প্রচার সংস্থা, ওয়েবসাইট মালিক এবং কপিরাইট সংগ্রহকারী

www.wipo.int/sme/

যদি সুর ও কথা দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে একটি দেশের জাতীয় আইন সম্ভবত ঐ গানকে দুটি কাজের সমন্বয় হিসেবেই বিবেচনা করবে– একটি সংগীত বিষয়ক কাজ, অন্যটি সাহিত্যকর্ম। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, গোটা গানটি সম্প্রচারের জন্য একটি কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন (CMO; ৪০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন) থেকে লাইসেন্স পাওয়া যেতে পারে।

সঙ্গীত প্রকাশের অধিকারের মধ্যে রয়েছে রেকর্ড করার অধিকার, পারফার্ম করার অধিকার, ডুপ্লিকেট করার অধিকার এবং একটি নতুন বা ভিন্ন কাজে এই কাজটি অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার, যাকে কখনও কখনও বলা হয় ডেরিভেটিভ কাজ। বাণিজ্যিক ব্যবহারে সহায়তা করতে, অধিকাংশ গীতিকার সাধারণত তাদের প্রকাশের অধিকার (পাবলিশিং রাইট) 'পাবলিশার' নামে পরিচিত একটিমাত্র স্বত্বার কাছে হস্তান্তর করতে আগ্রহী থাকেন। সঙ্গীত প্রকাশের একটি চুক্তির মাধ্যমে এটা করা হয়, যেখানে কপিরাইট বা কপিরাইট ব্যবস্থাপনার অধিকারের স্বত্ব প্রদান করা হয় পাবলিশারকে।

সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অধিকারের মধ্যে রয়েছে পারফর্মের অধিকার, মুদ্রণের অধিকার, ম্যাকানিক্যাল অধিকার এবং সিনক্রোনাইজেশন অধিকার। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:

জনসমক্ষে সম্পাদনের অধিকার (পাবলিক পারফরমেন্স রাইট) গীতিকারদের জন্য আয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎস। কোন কোন দেশে, শব্দ রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে (বা ফনোগ্রাম)

জনসমক্ষে পারফর্মের অধিকার প্রদান করা হয় না, এটা প্রদান করা হয় কেবল ডিজিটাল অডিও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে। এই সব দেশে, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নন-ডিজিটাল শব্দ রেকর্ডিং সম্পাদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নেয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সেই গান রেকর্ডিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হলে লাইসেন্স নেয়ার প্রয়োজন হয়।

একটি মাত্র গান এবং একাধিক গান বা একটি মিউজিক্যাল কম্পোজিশনের শিট মিউজিকের কপি প্রিন্ট ও বিক্রির অধিকার হচ্ছে প্রিন্ট অধিকার, যার লাইসেন্স পাবলিশার দিয়ে থাকে।

ম্যাকানিক্যাল অধিকার বলতে বোঝায় একটি কপিরাইটকৃত সংগীত রচনা ফোনরেকর্ডে (এর মধ্যে রয়েছে অডিও টেপ, সিডি অথবা অন্য যে কোনো বস্তুতে, যেখানে শব্দ স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে। ব্যতিক্রম হচ্ছে ঐগুলো যেখানে চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে) রেকর্ড, পুনরুৎপাদন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে সম্প্রচারের অধিকার। ম্যাকানিক্যাল অধিকার নিজের সুবিধা মতন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে লাইসেন্স অনুমোদন করা হয় তাকে বলে **ম্যাকানিক্যাল লাইসেন্স**।

একটি অডিও ভিজ্যুয়াল প্রোডাকশনে (একটি মোশন পিকচার বা মুভি, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন বা একটি ভিডিও প্রোডাকশন) ফ্রেম বা ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সংগীত রচনা বা মিউজিক্যাল কম্পোজিশন রেকর্ডের অধিকারকে বলে **সিনক্রোনাইজেশন ('সিন্ক') অধিকার। একটি অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিংয়ে** মিউজিক বা সঙ্গীত সংযোজন অনুমোদনের জন্য একটি সিনক্রোনাইজেশন লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এই লাইসেন্সের অনুমোদন প্রযোজককে একটি অডিও ভিজ্যুয়াল কাজে একটি বিশেষ সঙ্গীত সংযোজনের অধিকার প্রদান করে। প্রথাগতভাবে এই লাইসেন্স সাধারণত লাভ করে থাকে টেলিভিশন প্রযোজকরা। সঙ্গীত রচয়িতা এবং গীতিকার বা তাদের প্রকাশকদের কাছ থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রযোজক এটা পেয়ে থাকেন।

একটি অডিও ভিজ্যুয়াল প্রোডাকশনে সঙ্গীত ব্যবহারের জন্য সঙ্গীত রচয়িতার কাছ থেকে যে লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হয় তার পাশাপাশি,

একটি আলাদা 'সিনক' লাইসেন্স সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের মালিকের কাছ থেকে গ্রহণের প্রয়োজন হয়, যে সাউন্ড রেকর্ডিংয়ে সাঙ্গীতিক ঐ কাজটি থাকে।

মাস্টার রেকর্ডিং (অথবা সংক্ষিপ্তভাবে মাস্টার) পরিভাষাটি সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের মৌলিক বা আদি রেকর্ডিংকে (টেপ বা অন্যান্য স্টোরেজ মাধ্যমে) নির্দেশ করে, যেখান থেকে একটি রেকর্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা প্রডিউসার সিডি বা টেপ তৈরি করেন, যে টেপ বা সিডিগুলো মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়। **মাস্টার রেকর্ডিং অধিকার** বা **মাস্টার ইউজ অধিকার** প্রয়োজন হয় একটি সাউন্ড রেকর্ডিং পুনরুৎপাদন ও বিতরণের কাজে, যে রেকর্ডিংয়ে থাকে একজন শিল্পীর সাঙ্গীতিক রচনার একটি নির্দিষ্ট

পারফরমেন্স। মোবাইল রিংটোন হিসেবে সঙ্গীতিক কাজের ব্যবহার সঙ্গীত ব্যবহারের দ্রুত বর্ধনশীল একটি খাত। মোবাইল ফোনের ব্যক্তিগতকরণের (পারসোনালাইজেশন) একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে এটা আবির্ভূত হয়েছে। রিংটোনের জনপ্রিয়তা যেমনটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে আরো বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী হতে শুরু করেছে এবং সঙ্গীতের এই নতুন

নোকিয়ার অনুমতি সাপেক্ষে

ব্যবহার মোবাইল ডিভাইসের জন্য 'পেড-ফর' কনটেন্ট প্রবৃদ্ধির মধ্য মণি হয়ে উঠেছে। একটি রিংটোন হচ্ছে বাইনারি কোডের একটি ফাইল যেটা SMS বা ওয়াপের মাধ্যমে একটি মোবাইল ফোনে পাঠানো হয়। রিংটোনের জন্য লাইসেন্স সাধারণত 'মনোফোনিক' এবং'পলিফোনিক' উভয় প্রকারের রিংটোন সৃষ্টি ও বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট' (DRM) টুল এবং সিস্টেম (২৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন) পাইরেসি প্রতিরোধে অনলাইনে সঙ্গীত বিক্রয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে, অ্যাপলের ফেয়ারপ্লে এবং মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ মিডিয়া ডিজিটাল মিউজিকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যেন কপিরাইট মালিকরা বিক্রয় থেকে পারিতোষিক পান এবং ডিজিটাল কপি তৈরি কমানো যায়।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের মেয়াদ কতদিন?

অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রে, এবং অধিকাংশ দেশে, **অর্থনৈতিক অধিকারের** মেয়াদ বহাল থাকে লেখকের জীবদ্দশা এবং তার মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত। কয়েকটি দেশে এর মেয়াদ আরো বেশি (উদাহরণ হিসেবে, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি দেশে লেখকের মৃত্যুর পর ৭০ বছর পর্যন্ত)। এ কারণে, কেবল লেখকই তার কাজ থেকে লাভবান হয় না, লেখকের উত্তরাধিকারীরাও এটা থেকে লাভবান হয়। যদি একাধিক লেখক যুক্ত থাকেন (যৌথ লেখকদের কাজ) সেক্ষেত্রে সুরক্ষার মেয়াদ গণনা করা হয় সর্বশেষ জীবিত লেখকের মৃত্যুর পর থেকে। একটি কাজের কপিরাইট সুরক্ষা শেষ হলে সেই কাজটি চলে যায় 'পাবলিক ডমেইন'-এ অর্থাৎ কাজটি তখন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে (৪৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

জাতীয় আইনের ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর কিছু কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ধারা প্রযোজ্য হয়, বিশেষ করে ঐ সব কাজের জন্য:

- কর্মীদের (এমপ্লয়ি) মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো কাজ বা নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি সৃষ্ট কাজ (উদাহরণ হিসেবে, মেয়াদ হতে পারে ঐ কাজ প্রকাশের সময় থেকে ৯৫ বছর পর্যন্ত বা সৃষ্টির পর ১২০ বছর পর্যন্ত);
- যৌথ লেখকদের সৃষ্টিকর্ম;
- চলচ্চিত্র বিষয়ক কাজ;
- অজ্ঞাতনামা বা ছদ্ম নামের কাজ;
- আলোকচিত্র সংশ্লিষ্ট কাজ এবং ব্যবহারিক শিল্প সম্পর্কিত কাজ (যেগুলোর মেয়াদ সাধারণত কম থাকে);
- সরকার কর্তৃক তৈরি কোনো কাজ (এগুলোর কিছু কিছু বা পুরোটাই কপিরাইট সুরক্ষার বাইরে থাকতে পারে);
- লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কোনো কাজ; এবং
- টাইপোগ্রাফিক্যাল বিন্যাস।

নৈতিক অধিকারের মেয়াদ ভিন্নতর হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে নৈতিক অধিকার চিরন্তন। অন্য দেশগুলোতে, এর মেয়াদ শেষ হয় অর্থনৈতিক মেয়াদ শেষ হলে বা লেখকের মৃত্যুর পরে।

সম্পর্কিত অধিকারের মেয়াদ সাধারণত কপিরাইটের মেয়াদের তুলনায় স্বল্পস্থায়ী। কিছু দেশে, যে বছরে কাজটি রেকর্ড করা হয় বা যে বছর প্রদর্শন বা সম্প্রচার করা হয় সেই বছর থেকে **২০ বছর** পর্যন্ত সম্পর্কিত অধিকারের মেয়াদ বহাল থাকে। অনেক দেশেই, উপস্থাপন, রেকর্ড বা সম্প্রচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সাল থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অধিকারের মেয়াদ কার্যকর থাকে।

কোন কোন দেশে আলোকচিত্র প্রকাশিত হওয়ার ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত এর সুরক্ষা বহাল থাকে। সৌজন্যে : লিয়েন ভার্বোওয়েভ

৩. মৌলিক সৃষ্টিকর্ম সুরক্ষা

কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকারের সুরক্ষা লাভ করতে আপনি কি করবেন?

সরকারি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার অনুমোদিত হয়ে থাকে। একটি কাজ তখনই **আপনা আপনি** সুরক্ষার আওতায় চলে যাবে যখনই এটা সৃষ্টি হবে, আর এটা হবে কোনো ধরনের নিবন্ধন, জমা, ফি পরিশোধ বা অন্য কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। যদিও কোন কোন দেশে কাজটি বস্তুগত উপায়ে স্থায়ী হওয়ার প্রয়োজন হয় (১২ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

কিভাবে প্রমাণ করবেন যে আপনিই কপিরাইটের মালিক?

কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সুরক্ষা প্রদানের এই পদ্ধতিটি কখনও কখনও কিছু প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে মালিকানা নিয়ে বিরোধের সময় আপনার অধিকার কার্যকরীকরণে। যদি কেউ দাবি করে আপনি তার কাজ নকল করেছেন, তখন কিভাবে প্রমাণ করবেন আপনিই এই কাজটি প্রথম সৃষ্টি করেছেন? প্রমাণাদি হাজির করতে আপনি কিছু পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, যেটা প্রমাণ করবে আপনিই সেই কাজটি সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে:

- কোন কোন দেশে একটি জাতীয় **কপিরাইট অফিস** রয়েছে যারা একটি ফি'র বিনিময়ে আপনার কাজ জমা রাখবে এবং/বা নিবন্ধনের সুযোগ প্রদান করবে (বিভিন্ন দেশের জাতীয় কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইট তালিকার জন্য দেখুন সংযুক্তি ২)। নিবন্ধন করার মাধ্যমে কপিরাইট সুরক্ষার বৈধ দাবির

মাল্টিমিডিয়া পণ্যের কপিরাইট সুরক্ষা

একটি 'মাল্টিমিডিয়া' পণ্যে সাধারণত কয়েক ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে, প্রায়শঃ একটি মাত্র স্থায়ী মাধ্যমে এটা একীভূত হয়, যেমন কম্পিউটার ডিস্ক বা সিডি-রম। মাল্টিমিডিয়া পণ্যের উদাহরণ হচ্ছে ভিডিও গেম, তথ্য বুথ এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবপেজ। একটি মাল্টিমিডিয়া পণ্যে একীভূত উপাদানগুলো হতে পারে সঙ্গীত, টেক্সট বা লেখা, আলোকচিত্র, ক্লিপআর্ট, গ্রাফিক্স, সফটওয়্যার এবং মোশন ভিডিও। এই প্রতিটি উপাদানই আলাদা আলাদাভাবে কপিরাইট সুরক্ষার আওতাধীন হতে পারে।

এছাড়া, এ জাতীয় কাজগুলোর সংকলন বা একীভূতকরণ– মাল্টিমিডিয়া পণ্যটি স্বয়ং–কপিরাইট সুরক্ষা লাভ করতে পারে, যদি কাজটি একটি মৌলিক সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

www.wipo.int/sme/

সপক্ষে আপনি প্রমাণাদি হাজির করতে পারবেন। ঐসব দেশের কয়েকটিতে, কপিরাইট ভঙ্গের জন্য আপনি কার্যকরভাবে মামলা করতে পারবেন, যদি আপনার কাজ জাতীয় কপিরাইট অফিসে নিবন্ধিত থাকে। এইসব দেশগুলোতে, ঐচ্ছিক নিবন্ধনের জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে।

- আপনি আপনার কাজের একটি কপি **ব্যাংক** বা **একজন আইনজীবীর** কাছে জমা রাখতে পারেন। বিকল্পভাবে আপনি আপনার কাজের একটি **অনুলিপি বা কপি একটি সিল করা খামে ভরে নিজেই নিজের ঠিকানায়** পাঠাতে পারেন (যেখানে খামের ওপর তারিখের একটি স্পষ্ট স্ট্যাম্প থাকবে), এবং সেই খামটি কখনই খুলবেন না। তবে, সব দেশ, বৈধ প্রমাণ হিসেবে এটা গ্রহণ করে না।
- প্রকাশিত কাজগুলো একটি **কপিরাইট নোটিশের** মাধ্যমে চিহ্নিত থাকা প্রয়োজন (২৯ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।
- আপনার কাজটি বিশেষ প্রামাণিক **আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারিং সিস্টেমের** মাধ্যমে চিহ্নিত করার সুপারিশ করা হচ্ছে, যেমন বইয়ের জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডবুক নাম্বার (ISBN); সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ডিং কোড (ISRC); মুদ্রিত সঙ্গীত প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক নাম্বার (ISMN); সংগ্রহমূলক সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক্যাল ওয়ার্ক কোড (ISWC) এবং অডিও ভিজ্যুয়াল কাজের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অডিও ভিজ্যুয়াল নাম্বার (ISAN) ইত্যাদি।

ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল ফরম্যাটে কিভাবে আপনার কাজ সুরক্ষা করবেন?

ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল ফরম্যাটের (সিডি, ডিভিডি, অনলাইন টেক্সট, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র) কাজগুলোই বিশেষ করে লঙ্ঘন প্রবণ, যেহেতু গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখেই এগুলো কপি করা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিতরণ করা সহজ। উপরে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো, যেমন জাতীয় কপিরাইট অফিসে নিবন্ধন বা জমা রাখা, এ জাতীয় কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যখন কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটে কপিরাইট সুরক্ষিত কাজ উন্মুক্ত করে, এ ধরনের কাজগুলো তখন একটি **'মাউস-ক্লিক চুক্তি'র** অধীনস্থ হয় ('ক্লিক-র‍্যাপ চুক্তি'ও বলা হয়ে থাকে), যেটা ঐ বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারকারীর ক্ষমতা সীমিত করে। এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা সাধারণত একজন ব্যবহারকারীকে কাজ ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং সেই ব্যবহারকারীকে কেবল একটি কপি পড়ার/শোনার অনুমোদন প্রদান করা হয়। পুনঃবিতরণ বা পুনঃব্যবহার সাধারণত নিষিদ্ধ থাকে।

এছাড়া, অনেক কোম্পানি তাদের ডিজিটাল বিষয়বস্তুর কপিরাইট সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ জাতীয় পদ্ধতিগুলো সাধারণত **'ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট'** (DRM) টুল ও সিস্টেম নামে পরিচিত। ডিজিটাল বিষয়বস্তু সংজ্ঞায়িত করতে, শনাক্ত করতে এবং অনুমোদন ও শর্তাবলী কার্যকর করতে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে এগুলো ব্যবহার করা হয় এবং এটা বজায় থাকে বিষয়বস্তুর জীবন চক্র ঘিরে।

দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে ডিজিটাল টুল ও সিস্টেম ডিজিটাল কাজের কপিরাইট নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে থাকে :

- কপিরাইট সুরক্ষা, মালিকানা ইত্যাদি তথ্যসহ ডিজিটাল কাজ তৈরি করে যেটা **'রাইটস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন'** নামে পরিচিত; এবং
- **'টেকনিক্যাল প্রটেকশন মেজারস'** (TPM) বাস্তবায়ন করে, যেটা ডিজিটাল কাজে প্রবেশাধিকার বা এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (অনুমোদন বা অস্বীকার) করে। TPM, যখন বিভিন্ন ধরনের কপিরাইটকৃত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ব্যবহার করা হয়, তখন কোনো কাজ দেখার, শোনার, পরিমার্জনা করার, রেকর্ড করার, অনুবাদ করার, ফরোয়ার্ড করার, কপি বা প্রিন্ট করার ব্যবহারকারীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং বিষয় বস্তুর অখণ্ডতা নিশ্চিত করে TPM।

উপযুক্ত ডিআরএম টুল নির্বাচন

DRM টুল ও সিস্টেম প্রয়োগের মাধ্যমে কপিরাইট লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কমিয়ে আনার অনেক ধরনের কৌশল রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা, পাশাপাশি এগুলো অধিগ্রহণ, সমন্বয় ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচও রয়েছে। কোন কৌশলটি আপনি নির্বাচন করবেন তা নির্ভর করে আপনার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে।

রাইটস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন

কপিরাইট সুরক্ষিত বিষয়বস্তু চিহ্নিত করার অনেক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে:

- আপনি আপনার ডিজিটাল বিষয়বস্তুতে একটি **লেবেল** সেঁটে দিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, একটি কপিরাইট নোটিশ বা একটি সতর্ক বার্তা যেখানে লেখা থাকতে পারে 'অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই কেবল পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে।' এছাড়া আপনার ব্যবসায়িক ওয়েবসাইটের প্রতি পৃষ্ঠায় একটি কপিরাইট বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেখানে ঐ বিষয়বস্তু ব্যবহারের শর্তাবলীগুলো লেখা থাকবে।
- ডিজিটাল বার্তাবরণে কপিরাইটকৃত কাজ শনাক্ত করার কাজে **ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার** (DOI) হতে পারে একটি পদ্ধতি। DOI হচ্ছে ডিজিটাল ট্যাগ/নাম, যেটা ইন্টারনেটে ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল আকারে একটি কাজের মধ্যে যুক্ত থাকে। হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের কাজে এটা ব্যবহার করা হয়, যেমন ইন্টারনেটে কোথায় কাজটি পাওয়া যাবে। একটি ডিজিটাল কাজ সংশ্লিষ্ট তথ্য সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন কোথায় এটা পাওয়া যাবে, কিন্তু এর DOI কখনই পরিবর্তিত হবে না (দেখুন *www.doi.org* ওয়েবসাইট)।
- **টাইম স্ট্যাম্প** হচ্ছে একটি লেবেল যেটা একটি ডিজিটাল বিষয়বস্তুতে (কাজে) যুক্ত থাকে। এই লেবেল প্রমাণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ বিষয়বস্তু কি অবস্থায় ছিল। কপিরাইট লঙ্ঘন প্রমাণের ক্ষেত্রে সময় হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: যখন একটি বিশেষ ই-মেইল পাঠানো হয়, যখন একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যখন একটি মেধা সম্পদ তৈরি বা পরিমার্জনা করা হয়

অথবা যখন ডিজিটাল প্রমাণাদি বিবেচনায় নেয়া হয়। একটি ডকুমেন্ট কখন সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষায়িত টাইম-স্ট্যাম্পিং সেবা এক্ষেত্রে জড়িত থাকতে পারে।

- **ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক** ডিজিটাল কাজে কপিরাইট সংশ্লিষ্ট তথ্য যুক্ত করতে সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকে। এই ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক থাকতে পারে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকারে যেটা সহজেই চোখে পড়ে, অনেকটা একটি আলোকচিত্রের প্রান্তসীমায় ব্যবহৃত কপিরাইট নোটিশের মত, অথবা এটা গোটা ডকুমেন্টের শরীর জুড়ে যুক্ত থাকতে পারে, যেমনটা জলছাপ কাগজে ডকুমেন্ট ছাপানো হয়। প্রায়শ: এটা এমনভাবে যুক্ত থাকে যেন ব্যবহারের সময় চোখ এড়িয়ে যায়। দৃষ্টিগ্রাহ্য ওয়াটারমার্ক কপিরাইট লঙ্ঘন নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক, অন্যদিকে অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক চুরি প্রমাণ এবং একটি কপিরাইটকৃত কাজের অন্যত্র ব্যবহার সনাক্ত করার কাজে খুবই সহায়ক।

টেকনোলজিক্যাল (TPMS) প্রোটেকশন মেজারস

কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমন প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী থাকে যেটা তাদের কাজে অন্যদের প্রবেশাধিকার সীমিত করে এবং সেই কাজ কেবল তাদের জন্যই উন্মুক্ত রাখে যারা সেই কাজ ব্যবহারের নির্দিষ্ট শর্তে সম্মত থাকে। এ জাতীয় উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে:

- সফটওয়্যার পণ্য, ফোনোগ্রাম এবং অডিও ভিজ্যুয়াল কাজের অ-লাইসেন্সকৃত ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানে প্রায়শ এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে, যখন একজন ভোক্তা একটি কাজ ডাউনলোড করেন, DRM সফটওয়্যার তখন একটি নিকাশঘর বা ক্লিয়ারিং হাউজের (একটি প্রতিষ্ঠান যেটা কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার ব্যবস্থাপনা করে) সঙ্গে যোগাযোগ করে দাম পরিশোধের ব্যবস্থা করে, ফাইলটি

TPM এর ব্যবহারে সর্তকতা অবলম্বন করা

ডিজিটাল বিষয়বস্তু সরবরাহকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান TPM বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করতে পারে, যদি ডিজিটাল কাজের অননুমোদিত পুনরুৎপাদন এবং বিতরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। TPM-এর ব্যবহার অন্যান্য বিবেচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে, TPM এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যেটা অন্যান্য আইন ভঙ্গ করে। যেমন, গোপনীয়তার আইন, ভোক্তা সুরক্ষা আইন অথবা প্রতিযোগিতা বিরুদ্ধ আইন।

যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অন্য কারোর ডিজিটাল বিষয়বস্তু ব্যবহার করে তাদেরকে ঐ ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সব ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে (এর মধ্যে রয়েছে একটি সুরক্ষিত কাজ ডিক্রিপ্ট করার অনুমোদন, যদি প্রয়োজন হয়)। এটা একারণে যে, একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি যদি একটি TPM প্রযুক্তি পাশ কাটিয়ে যায় এবং তারপর যদি সুরক্ষিত কাজটি ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে সে এন্টি-সারকামভেন্ট আইন ও কপিরাইট আইন ভঙ্গের জন্য দায়ী থাকবে (৪৯ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

ডিক্রিপ্ট করে এবং গ্রাহককে ঐ বিষয়বস্তু দেখা বা শোনার জন্য একটি 'কি' প্রদান করে– যেমন একটি পাসওয়ার্ড।

- একটি **প্রবেশ নিয়ন্ত্রন বা শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশ পদ্ধতি** সাধারণ অর্থে ব্যবহারকারীর পরিচয় ফাইলে বিষয়বস্তু এবং প্রদত্ত সুযোগের-সুবিধাগুলো (পড়ার, পরিবর্তন করার, প্রয়োগ করার সুবিধা) পরীক্ষা করে, যে পরিচয় ঐ নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর থেকে থাকে। একটি ডিজিটাল কাজের মালিক বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতেই এই প্রবেশাধিকার সাজাতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, একটি ডকুমেন্ট দেখা যেতে পারে কিন্তু প্রিন্ট করা যাবে না অথবা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এটা ব্যবহার করা যাবে।
- **নিম্নমানের সংস্করণ প্রকাশ**। উদাহরণ হিসেবে, একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটে মাঝারি মানের আলোকচিত্র বা অন্যান্য ছবি ব্যবহার করতে পারে যেটা একটি বিজ্ঞাপন লেআউটে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু একটি ম্যাগাজিনে ছাপানোর জন্য উপযুক্ত মানের বলে বিবেচিত হবে না।

কেস স্টাডি– মেমোরি কম্পিউটেশন

নিউইয়র্কে ২০০১ সালে উইন্ডোজ এক্সপি উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফট মেমোরি কন্টি নামের একটি সফটওয়্যার উপস্থাপন করে, যে সফটওয়্যারটি মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার। উইন্ডোজ এক্সপিতে এটা যুক্ত করা হবে। এই

সফটওয়্যারটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান উরুগুয়ের একটি ছোট্ট সফটওয়্যার কোম্পানি মেমোরি কম্পিউটেশন ('মেমোরি')। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অধিকার সুরক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে মূল্যায়ন করে, যেন এটা থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ফলাফল পাওয়া যায়। মেমোরি কন্টি সফটওয়্যারের প্রতি কপিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একটি ব্যবহারকারী লাইসেন্স, **যেটা ইঙ্গিত দেয় যে, সফটওয়্যারটি কপিরাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত** এবং কেবল ব্যাক-আপ কপিছাড়া অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে এর কপি বা পুনরুৎপাদন একেবারে নিষিদ্ধ। যেসব দেশে কোম্পানিটি তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং যেসব দেশের জাতীয় অফিসে স্বেচ্ছামূলক নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে সেসব দেশের কপিরাইট অফিসে তারা তাদের সফটওয়্যারটি নিবন্ধন করে।

মেধা সম্পদ অধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে সফটওয়্যার পাইরেসি বিষয়ে সচেতন ছিল প্রতিষ্ঠানটি এবং এ কারণে তাদের পণ্য সুরক্ষায় একটি সমান্তরাল কৌশল গ্রহণ করে তারা। প্রথমত, তারা তাদের সফটওয়্যারে অনেকগুলো **প্রযুক্তিগত ম্যাকানিজম** যুক্ত করে যেন সহজেই এটা কপি করা না যায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানটি তাদের **বিক্রয় পরবর্তী সেবার মান** এবং **নতুন সংস্করণ উন্নয়ন** প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যেন এর বৈধ গ্রাহকদের কাছে পণ্যটি সরবরাহ করা যায়। তাদের এই উদ্যোগের মূল কারণ ছিল গ্রাহকরা যেন পাইরেটেড সফটওয়্যারের পরিবর্তে বৈধ সফটওয়্যার কেনার মূল্যমান সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পেতে পারেন।

বিদেশে আপনার কোন ধরনের সুরক্ষা রয়েছে?

অধিকাংশ দেশ এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তির সদস্য। একটি কপিরাইটকৃত কাজ যেন **স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ জাতীয় চুক্তির সদস্য সব দেশগুলোতে সুরক্ষিত থাকে** তা নিশ্চিত করতেই এই চুক্তি প্রণয়ন করা করেছে। কপিরাইটের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিটি হচ্ছে **বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অবলিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস** (সংযুক্তি ৩ দেখুন)। আপনি যদি বার্ন কনভেনশনভুক্ত কোনো দেশের নাগরিক বা বসবাসকারী হয়ে থাকেন (সংযুক্তি ৩-এ দেখুন সদস্য দেশগুলোর তালিকা), অথবা সদস্য দেশগুলোর যে কোনো একটি দেশে যদি আপনার কাজ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আপনার কাজটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বার্ন কনভেনশনভুক্ত সবগুলো দেশে কপিরাইট সুরক্ষা পাবে।

তবে, কপিরাইট সুরক্ষা **অঞ্চলভিত্তিক**। এ কারণে, আপনার কাজটি কপিরাইট সুরক্ষা পাবে যদি সেটা **সংশ্লিষ্ট দেশের কপিরাইট আইনের বাধ্যবাধকতা পূরণ করে**। সুতরাং, যখন আপনার কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধিকাংশ দেশে কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে (আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে) তখনও আপনার সামনে থাকবে প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র একটি কপিরাইট সুরক্ষা পদ্ধতি, যেটা এক এক দেশের ক্ষেত্রে এক এক রকম।

কোন কাজের কপিরাইট নোটিশ কি বাধ্যতামূলক?

অধিকাংশ দেশে, সুরক্ষার জন্য **কপিরাইট** নোটিশ বাধ্যতামূলক নয়। তা সত্ত্বেও, আপনার কাজ সংশ্লিষ্ট কপিরাইট **নোটিশ** উপস্থাপন করার জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে, কারণ এটা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কাজটি সুরক্ষিত এবং এটা এর মালিককে সনাক্ত করে। এ জাতীয় সনাক্তকরণ অন্য সবার জন্য সহায়ক, যারা আপনার কাজটি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন নিতে আগ্রহী। কপিরাইট নোটিশ উপস্থাপন খুবই সহজ এক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। এর জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো খরচের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আপনার কাজটি কপি করা থেকে অন্যদের বিরত রেখে শেষাবধি খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে, পাশাপাশি কপিরাইট মালিককে সহজে সনাক্ত করার মাধ্যমে অনুমতি প্রদানের কাজটিতেও সহায়তা করে।

এছাড়া, নির্দিষ্ট দেশের আইনে, এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, একটি বৈধ নোটিশের অর্থ হচ্ছে কপিরাইট লঙ্ঘনকারী ঐ কাজের কপিরাইট সম্পর্কে জ্ঞাত। ফলশ্রুতিতে, ইচ্ছাকৃত ভাবে কপিরাইট লঙ্ঘনের অপরাধে আদালত তাকে দায়ী করতে পারে, যেটা অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তির চেয়ে আরো কঠোর হতে পারে।

আপনার কাজে নোটিশ উপস্থাপনের আনুষ্ঠানিক কোনো পদ্ধতি নেই। এটা হতে পারে লিখিত, টাইপকৃত, সিলমোহরযুক্ত বা চিত্রিত। একটি কপিরাইট নোটিশে অন্তর্ভুক্ত থাকে :

- 'কপিরাইট', 'কর্প' বা কপিরাইট প্রতীক ©;
- যে বছরে কাজটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সেই বছর; এবং
- কপিরাইট মালিকের নাম।

উদাহরণ : কপিরাইট ২০০৬, এবিসি লিমিটেড।

আপনি যদি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় একটি কাজ পরিমার্জনা করে থাকেন, তাহলে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, প্রতিবার পরিমার্জনার বছরটি উল্লেখ করে কপিরাইট নোটিশটি হালনাগাদ করুন। উদাহরণ হিসেবে, '২০০০, ২০০২, ২০০৪'এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, কাজটি সৃষ্টি হয়েছে ২০০০ সালে এবং পরিমার্জিত হয়েছে ২০০২ ও ২০০৪ সালে।

যে ধরণের কাজগুলো প্রায়শ পরিমার্জিত হয়, যেমন একটি ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু, সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশনার বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সাল অন্তর্ভুক্তকরণ সম্ভব : উদাহরণ হিসেবে, ©১৯৯৮-২০০৬, ABC লিমিটেড। আরো সুপারিশ করা হচ্ছে যে, নোটিশটিতে যেন একটি কাজের তালিকা থাকে, যে কাজগুলো অনুমোদন ছাড়া সম্পাদন করা যাবে না।

সাউন্ড রেকর্ডিং সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ইংরেজি 'P'বর্ণটি (ফোনোগ্রামের নির্দেশক) একটি বৃত্ত বা বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন দেশে সুরক্ষার জন্য এই প্রতীকসহ প্রথম প্রকাশনার বছরটি ফোনোগ্রামের কপিতে (অর্থাৎ সিডি বা অডিও টেপের ওপর) উল্লেখ্য থাকার প্রয়োজন হয়।

ওয়েবসাইটের জন্য কপিরাইট সুরক্ষা

ওয়েবসাইটে থাকে নানা ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ, যেমন গ্রাফিক্স, লেখা, সঙ্গীত, শিল্পকর্ম,আলোকচিত্র, ডাটাবেজ, ভিডিও, কম্পিউটার সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত HTML কোড ইত্যাদি। কপিরাইট এসব উপাদানকে আলাদা আলাদাভাবে সুরক্ষা করতে পারে, যেমন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের নিজস্ব কপিরাইট থাকতে পারে। সামগ্রিক এই ওয়েবসাইটটি সৃষ্টি করতে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের উপাদান নির্বাচন ও বিন্যাস করা হয়েছে সেটাও কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষা করা যেতে পারে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন *www.wipo.int/sme/en/documents/business_website.htm* ওয়েবসাইট।

৪. কপিরাইট মালিকানা

কপিরাইট কাজের মালিক কি সবসময় লেখকই হয়ে থাকে?

'লেখকস্বত্ব' ও 'মালিকানা' এই শব্দ দুটোর অর্থ প্রায়ই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একটি কাজের লেখক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি কাজটি সৃষ্টি করেছেন। যদি কাজটি একাধিক ব্যক্তির সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে লেখকদের সবাই সহ-লেখক বা যৌথ **লেখক** হিসেবে বিবেচিত হবেন। লেখক স্বত্বের বিষয়টি নৈতিক অধিকারের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং এছাড়া সুরক্ষার মেয়াদ শেষের তারিখ নির্ধারণে ক্ষেত্রেও এটা গুরুত্বপূর্ণ।

কপিরাইট মালিকানা ভিন্ন একটি বিষয়। একটি কাজের কপিরাইট **মালিক** হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার সেই কাজটি ব্যবহারের, কপি করার, বিক্রির এবং ডেরিভেটিভ কাজ তৈরির একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। সাধারণত, কোনো কাজের কপিরাইট প্রাথমিকভাবে তারই থাকে যিনি কাজটি সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ এর লেখক বা প্রণেতা। তবে, এটাই সব দেশে প্রযোজ্য নয় এবং বিশেষ করে নিচের পরিস্থিতিতে এগুলো একেবারে ভিন্ন :

- যদি সেই কাজটি একজন কর্মী (এমপ্লয়ি) তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে সৃষ্টি করে;
- যদি সেই কাজটি সৃষ্টির জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়া হয় বা বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়; অথবা
- যদি সেই কাজটি একাধিক ব্যক্তি সৃষ্টি করে থাকে।

মনে রাখবেন, অধিকাংশ দেশে কপিরাইট মালিকানা প্রসঙ্গে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মকে একটি চুক্তি পরিবর্তিত করতে বা ব্যাখ্যা করতে পারে।

নৈতিক অধিকারের মালিকানা কার থাকে?

নৈতিক অধিকার সবসময় একটি কাজের স্বতন্ত্র স্রষ্টার অধিকারে থাকে (অথবা তার উত্তরাধিকারীদের)। কিন্তু, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নৈতিক অধিকার কোনো কোনো দেশে পরিত্যাগ করা যায়।

একটি কোম্পানির নৈতিক অধিকার থাকে না। উদাহরণ হিসেবে, যদি একটি চলচ্চিত্রের প্রযোজক কোনো কোম্পানি হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরিচালক ও স্ক্রিন রাইটারেরই কেবল নৈতিক অধিকার থাকবে।

একজন কর্মী সৃষ্ট কাজের কপিরাইট মালিকানা কার থাকে?

বেশ কতকগুলো দেশে, যদি একটি কাজ একজন কর্মীর চাকরির অংশ হিসেবে সৃষ্টি হয়, তাহলে নিয়োগকর্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই কাজের কপিরাইট মালিক হয়, যদি না অন্য কোনো চুক্তি থাকে। কিন্তু, এটাই সবখানে ঘটে না। কোন কোন দেশের আইন অনুযায়ী, নিয়োগকর্তার কাছে অধিকার হস্তান্তরের বিষয়টি আপনা আপনি ঘটে না এবং নিয়োগ চুক্তিতে এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হয়। বস্তুত, কোন কোন দেশে, কপিরাইট স্বত্বনিয়োগের ঐ চুক্তিটি এ উপায়ে সৃষ্ট প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য হতে পারে।

উদাহরণ : একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার একটি কোম্পানির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তার কাজের অংশ হিসেবে তিনি সাধারণ কর্মদিবসে এবং কোম্পানি প্রদত্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভিডিও গেম তৈরি করেন। এক্ষেত্রে সফটওয়্যারের অর্থনৈতিক অধিকার, অধিকাংশ দেশে, থাকবে কোম্পানির অধিকারে।

বিরোধ দেখা দিতে পারে যখন কর্মী বাড়িতে বসে কিছু কাজ করে বা কর্মদিবসের বাইরে কাজ করে বা এমন কিছু কাজ তৈরি করে যেটা তার নিয়োগের আওতাভুক্ত নয়। বিরোধ এড়াতে, কর্মীদের সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি থাকা ভালো, যেখানে কপিরাইট ইস্যু বিষয়ে যাবতীয় দিকগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকবে, ভবিষ্যতে যে বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কমিশনড কাজের কপিরাইট মালিকানাকার থাকে?

যদি একটি কাজ, ধরা যাক বাইরের একজন পরামর্শক বা সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়, অর্থাৎ একটি কমিশন চুক্তির অধীনে, তাহলে পরিস্থিতিটা ভিন্নভাবে আবির্ভূত হবে। অধিকাংশ দেশে, কমিশনড কাজে, কপিরাইট মালিকানা থাকে স্রষ্টার হাতে এবং যে ব্যক্তি সেই কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি কেবল যে উদ্দেশ্যে কাজটি কমিশনড করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে কাজটি ব্যবহারের জন্য একটি লাইসেন্স পাবেন। অনেক সঙ্গীত রচয়িতা, আলোকচিত্রী, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, গ্রাফিক ডিজাইনার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ওয়েব ডিজাইনার এই ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। **অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানার বিষয়টি উত্থাপিত হয় যখন একই বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে কমিশনকৃত কাজটি পুনঃব্যবহারের প্রশ্নটি দেখা দেয়।**

সরকারের জন্য সৃষ্ট কাজ

কোন কোন দেশে, সরকার তার নির্দেশনায় বা নিয়ন্ত্রণের অধীনে সৃষ্ট কাজ বা প্রথম প্রকাশনার কপিরাইট মালিক হিসেবে গণ্য হবে, যদি না একটি লিখিত চুক্তিতে অন্য কিছুর উল্লেখ থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের জন্য কাজ তৈরি করে তাদেরকে সরকারের এই নিয়ম সম্পর্কে অবগত থাকা প্রয়োজন, কপিরাইট মালিকানার বিষয়টি স্পষ্ট করতে লিখিত চুক্তির ভিত্তিতেই এটা করা যেতে পারে।

ভাড়ায় সৃষ্ট কাজ

কোন কোন দেশে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে, কপিরাইট আইনে একশ্রেণীর কাজগুলোকে বলে 'ওয়ার্কস মেড ফর হায়ার' বা ভাড়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কাজ। এ জাতীয় কাজগুলো সৃষ্টি হয় নিয়োগের অধীনে একজন কর্মীর মাধ্যমে বা চুক্তির অধীনে কমিশনের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে, কপিরাইট মালিক হচ্ছে সেই স্বত্বা যে এর জন্য বেতন বা অর্থ পরিশোধ করেছে, সেই ব্যক্তি নয় যে এটা সৃষ্টি করেছে। সেই স্বত্বা হতে পারে একটি কোম্পানি, একটি সংস্থা বা একজন ব্যক্তি।

www.wipo.int/sme/

উদাহরণ: আপনি আপনার কোম্পানির জন্য একটি বিজ্ঞাপন নির্মাণের কাজ আউটসোর্স করেছেন। বাণিজ্য মেলায় নতুন পণ্য প্রসারের কাজে এটা ব্যবহারের ইচ্ছে রয়েছে আপনার। অধিকাংশ দেশের জাতীয় আইনের অধীনে, বিজ্ঞাপনী সংস্থাটি কপিরাইটের মালিক হবে, যদি না চুক্তিতে অন্য কিছুর উল্লেখ থাকে। কিছুদিন পর আপনার নতুন ওয়েবসাইটের জন্য আপনি সেই বিজ্ঞাপনের একটি অংশ (গ্রাফিক ডিজাইন, একটি ছবি বা লোগো) ব্যবহার করতে চান। কপিরাইটকৃত উপকরণটি নতুন ভাবে ব্যবহারের জন্য আপনাকে অবশ্যই সেই বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে অনুমতি নিতে হবে। এর কারণ হচ্ছে, আপনার ওয়েবসাইটে এটা ব্যবহারের পরিকল্পনা মূল চুক্তি সম্পাদনের সময় ছিল না।

তা সত্ত্বেও, কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তোলা ছবি, পোর্ট্রেট ও খোদাই কাজ, সাউন্ড রেকর্ডিং এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে পক্ষ কাজটি কমিশনড করেছে কপিরাইট থাকে তারই, যদি না অন্য কিছু চুক্তিতে উল্লেখ থাকে।

নিয়োগকারী-কর্মী বিষয়টি যেহেতু এভাবে নির্ধারিত হয়, সে কারণে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কপিরাইট মালিকানার বিষয়টি একটি **লিখিত চুক্তির** মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। বাইরের কোনো সেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছে কাজ প্রদানের আগেই এই চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

একাধিক লেখকের মাধ্যমে সৃষ্ট কাজের কপিরাইট মালিকানা কার থাকে?

সহ-লেখকস্বত্বার একটি মৌলিক বাধ্যবাধকতা হচ্ছে, প্রত্যেক সহ লেখকের অবদান অবশ্যই তাদের নিজ যোগ্যতাবলে কপিরাইটযোগ্য বিষয়বস্তু হবে। সহ-লেখকস্বত্বার ক্ষেত্রে, সব লেখকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে অধিকারের বিষয়টি চর্চা করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় চুক্তির অনুপস্থিতিতে, নিচের আইনগুলো সাধারণত প্রযোজ্য হয় :

- **যৌথ কাজ :** যখন দুই বা ততোধিক লেখক তাদের অবদানগুলো একটি অবিচ্ছেদ্য বা পরস্পর নির্ভরশীল সংকলনে একীভূত করতে সম্মত হন, তখনই একটি 'যৌথ কাজ' সৃষ্টি হয়। যৌথ কাজের একটি উদাহরণ হচ্ছে পাঠ্যবই, যেখানে দুই বা ততোধিক লেখক আলাদা আলাদা বিভাগে অবদান রাখেন যেগুলো একটিমাত্র কাজ সংকলনের জন্য ব্যবহার করা হয়। একটি যৌথ কাজে, অবদানকারী লেখকরা হন **সমগ্র কাজের যৌথ মালিক**। কপিরাইট চর্চার ক্ষেত্রে অনেক দেশের কপিরাইট আইনে যৌথ লেখকদের সবারই অনুমোদন থাকার প্রয়োজন হয়। অন্য দেশগুলোতে, যৌথ লেখকদের যে কেউ অন্য সহ-লেখকদের অনুমোদন ছাড়াই কাজটি নিজের ইচ্ছে মতন ব্যবহার করতে পারেন (কিন্তু এজাতীয় ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ভাগাভাগির প্রয়োজন হয়)। লেখক বা মালিকদের মধ্যে একটি **লিখিত চুক্তি** হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, যেখানে উল্লেখ্য থাকবে মালিকানা ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট

বিষয়গুলো, কাজ পুনঃপাঠের অধিকার, বিপণন, আয় ভাগাভাগির বিষয় এবং কপিরাইট লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব।

- **সম্মিলিত কাজ :** যদি লেখকরা কাজটিকে একটি যৌথ কাজ হিসেবে বিবেচনা না করেন এবং তাদের অবদানগুলো আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহারে আগ্রহী থাকেন, সেক্ষেত্রে ঐ কাজকে ধরা হবে 'সম্মিলিত' (কালেক্টিভ) কাজ হিসেবে। সম্মিলিত কাজের উদাহরণ হচ্ছে একটি সিডি, যেটা বিভিন্ন সঙ্গীত রচয়িতার গানের একটি সংকলন থাকে অথবা একটি ম্যাগাজিন, যেখানে ফ্রিল্যান্স লেখকদের নিবন্ধ থাকে। এক্ষেত্রে, **প্রত্যেক লেখক তার সৃষ্ট অংশের কপিরাইট মালিক।**
- **ডেরিভেটিভ কাজ :** একটি ডেরিভেটিভ কাজ হচ্ছে সেই কাজ যেটা আগে থেকে বিদ্যমান এক বা একাধিক কাজের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন একটি অনুবাদ, একটি সাঙ্গীতিক বিন্যাস, চিত্রকলা পুনরুৎপাদন, নাটক বা চলচ্চিত্র সংস্করণ। **কপিরাইট মালিকের একটি একচেটিয়া অধিকার** হচ্ছে ডেরিভেটিভ কাজ সৃষ্টি (১৫ নং পৃষ্ঠা দেখুন)। তবে, একটি ডেরিভেটিভ কাজ এর নিজস্ব যোগ্যতাবলে আলাদা কপিরাইট সুরক্ষা পেতে পারে, যদিও কপিরাইটের আওতা থাকে কেবল **ডেরিভেটিভ কাজের ঐ বিষয়গুলো পর্যন্ত, যে বিষয়গুলো একেবারেই মৌলিক।**

বাস্তবে, একটি যৌথ কাজকে সম্মিলিত কাজ থেকে বা একটি ডেরিভেটিভ কাজ থেকে আলাদা করা সবসময় সহজ নয়। একটি যৌথ কাজের লেখকরা প্রায়শ তাদের নিজস্ব অবদান স্বাধীনভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরি করে থাকেন, যেজন্য সেগুলো হতে পারে 'পূর্ববর্তী' এবং 'পরবর্তী' কাজ। **সহ-লেখকরা যৌথ লেখক হবে কি হবে না সেটা তাদের পারস্পারিক ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে, এবং এটাই, অধিকাংশ দেশে, নির্ধারণ করবে একটি কাজ যৌথ কাজ, সম্মিলিত কাজ, না ডেরিভেটিভ কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।** যৌথ লেখক স্বত্বের জন্য প্রয়োজন হয় ইচ্ছা বা আগ্রহ– একটি যৌথ কাজ সৃষ্টির এই আগ্রহ ছাড়া, দুই বা ততোধিক লেখকের মাধ্যমে সৃষ্ট অবিচ্ছেদ্য বা পরস্পর নির্ভরশীল কাজ কেবল একটি ডেরিভেটিভ কাজ বা সম্মিলিত কাজ সৃষ্টি করবে।

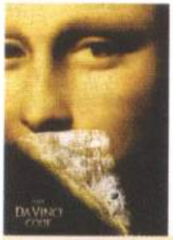

দা ভিঞ্চি কোড বইয়ের একটি ডেরিভেটিভ কাজ হচ্ছে দা ভিঞ্চি কোড চলচ্চিত্র। এ কারণে, এ চলচ্চিত্রের প্রযোজককে এটা তৈরি ও বিপণনের জন্য লেখক ড্যানব্রাউনের অনুমতি নিতে হয়েছিল।

৫. কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার থেকে সুবিধা লাভ

সৃষ্টিশীল কাজ থেকে কিভাবে আয় করা যায়?

আপনার কোম্পানি যদি একটি কাজের কপিরাইট মালিক হয়, তাহলে আপনার হাতে থাকবে একচেটিয়া অধিকারের পুরো একসম্ভার। এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আপনার কোম্পানিই সুরক্ষিত সেই কাজটি পুনরুৎপাদন, বিক্রি বা ঐ কাজের কপি ভাড়া প্রদান, ডেরিভেটিভ কাজ তৈরি, জন সমক্ষে প্রদর্শন এবং অন্যান্য একই জাতীয় কাজ করতে পারবে। যদি অন্যরা আপনার কপি রাইটকৃত উপকরণটি ব্যবহার বা বাণিজ্যিকীকরণ করতে চায়, তাহলে আপনি লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন বা একচেটিয়া অধিকারের একটি বা সবগুলো অধিকার অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারেন। অর্থ আসতে পারে এককালীন বা ধাপে ধাপে। লেখক, স্রষ্টা বা কপিরাইট মালিকের মাধ্যমে আপনার কপিরাইটের সরাসরি ব্যবহারের তুলনায় এ পদ্ধতিতে আপনার কোম্পানি বেশি বেশি মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

একচেটিয়া অধিকার বিভক্ত করা যেতে পারে বা উপ-বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে এবং অন্যদের কাছে বিক্রি বা লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে, তা যেভাবেই আপনি কল্পনা করুন না কেন। এ অধিকারগুলো বিক্রি বা এগুলোর লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে অঞ্চল, সময়, বাজার বিভাজন, ভাষা (অনুবাদ), মাধ্যম বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। উদাহরণ হিসেবে, একজন কপিরাইট মালিক একটি কাজের কপিরাইট সম্পূর্ণভাবে স্বত্বনিয়োগ করতে পারেন বা প্রকাশনার অধিকার একজন প্রকাশকের কাছে, চলচ্চিত্রের অধিকার একটি ফিল্ম কোম্পানির কাছে, সম্প্রচারের অধিকার একটি রেডিও স্টেশনের কাছে এবং অভিযোজনের অধিকার একটি নাটকের দল বা টেলিভিশন কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে পারেন।

সৃষ্টিশীল কাজ বাণিজ্যিকীকরণের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে :

- **আপনি কাজটি বিক্রি করতে পারেন** যা কপিরাইটের মাধমে সুরক্ষিত, অথবা কপি তৈরি করে সেই **কপি বিক্রি করতে পারেন;** উভয় ক্ষেত্রেই কপিরাইট মালিকানা থেকে উদ্ভূত সব বা অধিকাংশ অধিকার আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে (পরের প্যারা দেখুন);
- কাজটি পুনরুৎপাদন বা অন্য কোনো ভাবে ব্যবহারের জন্য আপনি অন্য কাউকে অনুমোদন দিতে পারেন। এটা করা যেতে পারে আপনার **অর্থনৈতিক অধিকারের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে;** এবং
- আপনার **কাজের হয় অংশত, নয়তো পুরোপরি মালিকানা বিক্রি** (স্বত্বনিয়োগ) **করে দিতে পারেন।**

আপনি যদি কাজটি বিক্রি করে দেন, তাহলে কি কপিরাইট অধিকার হারাবেন?

কোনো বাহ্যিক বস্তুর মালিকানা অধিকার থেকে কপিরাইট একেবারেই আলাদা। একটি কপিরাইটকৃত কাজ (যেমন, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা একটি পাণ্ডুলিপি) বিক্রির মাধ্যমে ক্রেতার কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না। **একটি কাজের কপিরাইট সাধারণত লেখকের অধিকারেই থাকে যদি না কাজের ক্রেতাকে একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সে এর স্বত্বনিয়োগ করে থাকে।**

তবে, কতিপয় দেশে, আপনি যদি একটি কাজের কপি অথবা মৌলিক কাজটি বিক্রি করেন (যেমন, একটি পেইন্টিং), তাহলে কপিরাইট সংশ্লিষ্ট অধিকারের সম্ভার থেকে আপনি কিছু অর্থনৈতিক অধিকার হারাতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, ঐ কপির ক্রেতার সেই কপিটি হস্তান্তরের অধিকার থাকতে পারে, হতে পারে সেটা বিক্রি বা হস্তান্তর (১৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন ফার্স্ট সেল)। কোন অধিকারগুলো থাকবে আর কোনগুলো থাকবে না তা উল্লেখযোগ্যমাত্রায় দেশ থেকে দেশে ভিন্নতর হতে পারে। একটি কাজের কপি বিক্রির আগে আপনাকে নিজের দেশের পাশাপাশি রফতানি বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কপিরাইট আইন খতিয়ে দেখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

কপিরাইট লাইসেন্স কী?

একটি লাইসেন্স হচ্ছে একটি অনুমতিপত্র, যেটা কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত একটি কাজের ওপর আপনার **এক বা একাধিক অর্থনৈতিক অধিকার অন্য কাউকে চর্চার** অধিকার (কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি) অনুমোদন করে। লাইসেন্সিংয়ের সুবিধা হচ্ছে কপিরাইটের মালিক থাকেন আপনি, যদিও অর্থের বিনিময়ে অন্য কাউকে সেই কাজের কপি তৈরি, বিতরণ, ডাউনলোড, সম্প্রচার, ওয়েবকাস্ট, সাইমালকাস্ট, পডকাস্ট বা ডেরিভেটিভ কাজ তৈরির অনুমোদন প্রদান করা হয়। অন্য পক্ষের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে লাইসেন্সিং চুক্তিকে উপযোগী করে তোলা যায়। এভাবে, আপনি কিছু অধিকারের লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন, বাদবাকীগুলো নিজের অধিকারে রাখতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, একটি কম্পিউটার গেমের কপি তৈরি ও ব্যবহারের অধিকার লাইসেন্স প্রদান করেও আপনি এটা থেকে ডেরিভেটিভ কাজ (যেমন, একটি চলচ্চিত্র) তৈরির অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন।

www.wipo.int/sme/

একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া লাইসেন্সের মধ্যে পার্থক্য কী?

একটি লাইসেন্স হতে পারে একচেটিয়া বা অ-একচেটিয়া। আপনি যদি একটি **একচেটিয়া লাইসেন্স** মঞ্জুর করে থাকেন, তাহলে লাইসেন্সে উল্লেখিত পদ্ধতিতে সেই কাজ ব্যবহারের অধিকার থাকবে কেবল লাইসেন্স গ্রহীতার। অধিকাংশ দেশে, বৈধ হতে হলে একটি একচেটিয়া লাইসেন্সকে অবশ্যই **লিখিত আকারে** হতে হবে। একটি একচেটিয়া লাইসেন্স সীমাবদ্ধও হতে পারে, উদাহরণ হিসেবে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্ধারিত উদ্দেশ্যে অথবা অন্যান্য পারফর্মেন্স বাধ্যবাধকতার ওপর শর্তাধীন হতে পারে। একটি কপিরাইটকৃত পণ্য বাজারে বিতরণ ও বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া লাইসেন্স হতে পারে একটি দারুন ব্যবসায়িক কৌশল, যদি পণ্যটি যথাযথভাবে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে আপনার সম্পদে ঘাটতি থাকে।

অন্যদিকে, আপনি যদি কোনো কোম্পানিকে একটি **অ-একচেটিয়া লাইসেন্স** অনুমোদন করেন, তাহলে সেই কোম্পানিকে আপনি আপনার একচেটিয়া অধিকারের এক বা একাধিক অধিকার চর্চার অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু একইসঙ্গে সেই একই অধিকার অন্যান্য কোম্পানির কাছেও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এভাবে, আপনি একাধিক ব্যক্তি বা কোম্পানিকে আপনার কাজ ব্যবহারের, কপি করার বা বিতরণের অধিকার প্রদান করতে পারেন। একচেটিয়া অধিকারের মত অ-একচেটিয়া অধিকারও সীমাবদ্ধ ও সংরক্ষিত হতে পারে। অধিকাংশ দেশে, একটি অ-একচেটিয়া লাইসেন্স হতে পারে মৌখিক বা লিখিত আকারে। তবে, একটি লিখিত চুক্তি থাকাই ভালো।

কপিরাইট বিক্রির পর কি ঘটে?

লাইসেন্সিংয়ের বিকল্প হিসেবে আপনি আপনার কাজের **কপিরাইট অন্য কারোর কাছে বিক্রি করতে পারেন,** যিনি হবেন ঐ কপিরাইটের নতুন মালিক। এ জাতীয় মালিকানা হস্তান্তরের কারিগরী পরিভাষা হচ্ছে 'অ্যাসাইনমেন্ট' বা **স্বত্বনিয়োগ**। একটি লাইসেন্স কোনো কিছু করার অধিকার মঞ্জুর করে, যেটা ছাড়া কাজটি হবে অবৈধ, অন্যদিকে, স্বত্বনিয়োগ আপনার অধিকারের সামগ্রিক স্বার্থ হস্তান্তর করে। আপনি সবগুলো অধিকার বা এর অংশ বিশেষ হস্তান্তর করতে পারেন। অনেক দেশে, স্বত্বনিয়োগ **লিখিত আকারে** হওয়া বাধ্যতামূলক এবং বৈধ পরিগণিত হতে হলে এখানে কপিরাইট মালিকের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। গুটিকতক দেশে, কপিরাইটের স্বত্বনিয়োগ কোনোভাবেই করা যায় না। এছাড়া, মনে রাখবেন যে, কেবল অর্থনৈতিক অধিকারগুলোই হস্তান্তরযোগ্য,যেহেতু নৈতিক অধিকার সবসময় লেখকের অধিকারেই থাকে (১৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

একটি স্বত্বনিয়োগ বা একচেটিয়া লাইসেন্স অবশ্যই লিখিত আকারে হতে হবে।

লাইসেন্সিং কৌশল

একটি লাইসেন্স অনুমোদনের মাধ্যমে, লাইসেন্সিং চুক্তিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের অধিকার আপনি লাইসেন্স গ্রহীতাকে মঞ্জুর করতে পারেন, যে কাজগুলো অন্যভাবে অনুমোদনযোগ্য নয়। এ কারণে, লাইসেন্স চুক্তির অধীনস্ত অনুমোদনযোগ্য কাজগুলোর আওতা যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ। **সাধারণত, এমন লাইসেন্স প্রদান করা ভালো যেটা লাইসেন্স গ্রহীতার নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও স্বার্থের আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ**। অ-একচেটিয়া লাইসেন্স যে কোনো সংখ্যক আগ্রহী ব্যবহারকারীর জন্য হুবহু এক বা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হুবহু এক বা ভিন্ন শর্তে একাধিক লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সম্ভব করে তোলে।

কখনও কখনও একটি কাজের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স গ্রহীতার ব্যবসায়িক নিরাপত্তা বা তার ব্যবসায়িক কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, একটি একচেটিয়া লাইসেন্স বা আপনার সবগুলো অধিকারের স্বত্বনিয়োগ হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট চুক্তি। সম্ভাব্য বিকল্পগুলো নিঃশেষিত হয়ে গেলেই কেবল এ জাতীয় সমঝোতার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত এবং নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আপনার পকেটস্থ হচ্ছে। একবার একটি কাজের কাঙ্খিত স্বত্বনিয়োগ করলেই সেই কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ আয় সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো চিরতরে হারাবেন আপনি।

মার্চেন্ডাইজিং কী?

মার্চেন্ডাইজিং হচ্ছে বাজারজাতকরণের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ভোক্তাদের চোখে একটি পণ্যকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সেই পণ্যে মেধা সম্পদ অধিকারগুলো (সাধারণত একটি ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন বা কপিরাইট) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্ট্রিপ কার্টুন, অভিনেতা, পপ তারকা, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত পেইন্টিং, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য অনেক ইমেজ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন একটি টি-শার্ট, খেলনা, স্টেশনারি সামগ্রী, কফি মগ, বা পোস্টারে আবির্ভূত হতে পারে। কপিরাইটের ওপর নির্ভর করে পণ্যের মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে বাড়তি আয়ের আকর্ষণীয় উৎস:

- কপিরাইটকৃত কাজের (যেমন স্ট্রিপ কার্টুন বা আলোকচিত্র) মালিক সম্ভাব্য মার্চেন্ডাইজারদের কাছে কপিরাইট লাইসেন্সের মাধ্যমে আকর্ষণীয় **লাইসেন্স ফি** এবং **রয়্যালটি** পেতে পারেন। এছাড়া এটা একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে তুলনামূলক ঝুঁকিমুক্ত থেকে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে নতুন পণ্যের বাজার থেকে আয়ের পথ সুগম করতে পারে।
- যেসব কোম্পানি স্বল্পমূল্যের পণ্য ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদন করে, যেমন কফি মগ, টি-শার্ট বা মোমবাতি, তারা তাদের পণ্যকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে একটি বিখ্যাত চরিত্র, শৈল্পিককাজ বা অন্যান্য আবেদনময় উপাদান ব্যবহার করতে পারে।

মার্চেন্ডাইজড পণ্যে বিভিন্ন ধরনের অধিকার (যেমন, কপিরাইট সুরক্ষিত কাজ, একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন বা একটি ট্রেডমার্ক) ব্যবহারের জন্য আগে থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যখন মার্চেন্ডাইজিংয়ে একজন তারকার ছবি ব্যবহার করা হয় তখন অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন, যেহেতু সেটা গোপনীয়তা বা পাবলিসিটি অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে পারে।

মেরি এঙ্গেলব্রেইট: শিল্পী ও উদ্যোক্তা

রঙের প্রাচুর্যতা ও দূর্বোধ্য ডিজাইনের জন্য মেরি এঙ্গেলব্রেইট বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। আর্ট লাইসেন্সিংয়ের অগ্রদূত তিনি। বেশ কয়েকটি সুপরিচিত কার্ড কোম্পানি তার ডিজাইন বাজারে ছেড়েছে এবং অন্যান্য অনেক কোম্পানি তাদের বিস্তৃত পরিসরের পণ্যে, যেমন, ক্যালেন্ডার, টি-শার্ট, মগ, গিফট বই, রাবার স্ট্যাম্প, সিরামিক এবং অনেক কিছুতে, মেরির স্বাতন্ত্র্যমূলক ডিজাইন লাইসেন্সের জন্য উদগ্রীব রয়েছে। তার ব্যবসা সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি পাওয়া যাবে *www.wipo.int/sme/en/case_studies /engelbreit_licensing.ftm* ওয়েবসাইটে।

আপনার কাজের লাইসেন্স কিভাবে প্রদান করবেন?

কপিরাইট বা সংশ্লিষ্ট অধিকার মালিক হিসেবে আপনি কাকে, কিভাবে আপনার কাজ ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করবে। বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে কপিরাইট মালিকদের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সুরাহা করা যায়।

একটি অপশন হতে পারে **লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার সবগুলো দিক আপনি নিজেই পরিচালনা করবেন**। প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতার সঙ্গে আপনি আলাদা আলাদাভাবে লাইসেন্সিং চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে সমঝোতা করতে পারেন অথবা আদর্শ শর্তাবলীতে লাইসেন্স প্রদানের প্রস্তাব করতে পারেন, যেটা লাইসেন্স গ্রহীতাদের মাধ্যমে অবশ্যই গৃহীত হবে, যদি তারা আপনার কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকারের আওতাধীন কাজগুলো তাদের স্বার্থে ব্যবহারে আগ্রহী হয়।

নিজে নিজেই সবগুলো অধিকার পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনিক কাজের চাপ জড়িত এবং সঙ্গে থাকে বাজার তথ্যসংগ্রহ, সম্ভাব্য লাইসেন্স গ্রহীতা অনুসন্ধান এবং চুক্তি সমঝোতার খরচ। এ কারণে, আপনার যাবতীয় অধিকার বা অংশ বিশেষ পরিচালনার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন পেশাগত **লাইসেন্সিং এজেন্ট বা এজেন্সির** কাছে হস্তান্তরের কথা বিবেচনা করতে পারেন, যেমন একজন পুস্তক প্রকাশক বা একজন রেকর্ড প্রযোজক, যে আপনার পক্ষ হয়ে লাইসেন্সিং চুক্তিতে অংশ নেবে। সম্ভাব্য লাইসেন্স গ্রহীতা অনুসন্ধান, ভালো দাম নির্ধারণ এবং লাইসেন্সিং চুক্তি সমঝোতায় লাইসেন্সিং এজেন্টরা সাধারণত ভালো অবস্থানে থাকেন, যেটা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

বাস্তবে, একটি কাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা একজন কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার মালিক বা এমনকি লাইসেন্সিং এজেন্টের জন্য ও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ব্যবহার কারীদেরও, যেমন রেডিও ও টিভি স্টেশন, প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেক লেখক বা কপিরাইট মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয় না। যেসব পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র লাইসেন্সিং অসম্ভব বা অবাস্তব, সেসব ক্ষেত্রে একটি **কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনে** (CMO) যোগদান করা হতে পারে দারুন একটি বিকল্প, যদি এ জাতীয় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে থেকে থাকে। মালিকের পক্ষ হয়ে CMO নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাজগুলোর ব্যবহারের ওপর নজর রাখে এবং লাইসেন্স সমঝোতা ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বও পালন করে। আপনি আপনার নিজের দেশে একটি সংশ্লিষ্ট CMO'র সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, যদি সেটা থেকে থাকে।

কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো কিভাবে কাজ করে?

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহারকারী এবং কপিররাইট মালিকদের মধ্যে কাজ করে CMO। সাধারণত এক ধরনের কাজের জন্য একটি দেশে একটি মাত্র CMO থাকে। তবে, কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রেই কেবল CMO জড়িত, যেমন চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, আলোকচিত্র, রিপোগ্রাফি (সবধরনের মুদ্রিত উপকরণ), টেলিভিশন ও ভিডিও, এবং ভিজ্যুয়াল আর্ট। একটি CMO সংগঠনে যোগদানের পর সদস্যরা তাদের সৃষ্ট কাজ সম্পর্কে CMOকে অবগত করে। একটি CMO'র মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১) সদস্যদের কাজগুলো সংরক্ষণ বা ডকুমেন্টেশন, ২) সদস্যদের পক্ষ হয়ে লাইসেন্স প্রদান ও রয়্যালটি সংগ্রহ, ৩) কাজের ব্যবহারের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি, ৪) পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং ৫) সদস্যদের মধ্যে রয়্যালটি বন্টন।CMO'র সংগ্রহে থাকা কাজগুলো ব্যবহারের লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা কোম্পানিগুলো এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে। কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার মালিকদের আন্তর্জাতিকভাবে উপস্থাপন করতে CMO গুলো বিশ্বের অন্যান্য CMO গুলোর সঙ্গে পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। CMO, তাদের সদস্যদের পক্ষ হয়ে লাইসেন্স প্রদান করে, অর্থ সংগ্রহ করে এবং কপিরাইট মালিকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে সংগৃহিত অর্থ পুনঃবন্টন করে।

কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্টের বাস্তবভিত্তিক সুবিধাগুলো হচ্ছে:

- ব্যবহারকারী ও কপিরাইট মালিকদের জন্য কালেক্টিভ লাইসেন্সিংয়ের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। একটি **ওয়ান-স্টপ শপিং** ব্যবহারকারী ও অধিকার মালিকদের অনেক প্রশাসনিক বোঝা লাঘব করে; কপিরাইট মালিকদেরকে প্রশাসনিক খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেবল বড় অর্থনীতিতে প্রবেশের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কাজটিই করে না, একইসঙ্গে ডিজিটাল সিস্টেম উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগে কোম্পানিগুলোকে সক্ষম করে তোলে, যেটা পাইরেসির বিরুদ্ধে আরো কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে সহায়তা করে। এছাড়া, কালেক্টিভ লাইসেন্সিং বাজারে সমতা নিয়ে আসতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; একটি কালেক্টিভ সিস্টেম ছাড়া, যেখানে বাজারের বড়-ছোট সব প্রতিষ্ঠানই অংশ নেয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের অধিকার মালিক এবং ব্যবহারকারী উভয়ই বাজারের বাইরে থেকে যাবে।
- এটা সুরক্ষিত কাজের মালিকদের আরো ভালো শর্তাবলীতে তাদের কাজ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে **যৌথ দর কষাকষির** ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে, যেহেতু একটি CMO আরো সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে অসংখ্য, আরো শক্তিশালী এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম।

- যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্যদের কপিরাইটও সংশ্লিষ্ট অধিকার ব্যবহারে আগ্রহী থাকে তারা একটি মাত্র সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করতে সমর্থ্য হয় এবং একটি **ব্ল্যাঙ্কেট লাইসেন্স** পেতে পারে। একটি ব্ল্যাঙ্কেট লাইসেন্স CMO'র ক্যাটালগ বা সংগ্রহে থাকা যে কোনো অধিকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহীতাকে ব্যবহারের অনুমোদন করে, এক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র কাজের অধিকার লাভের শর্তাবলী সমঝোতা করার প্রয়োজন হয় না।
- যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান **ডিজিটাল** আকারে কাজের লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী থাকে তাদের জন্য CMO হচ্ছে উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা, যেহেতু এটা ঐ অধিকারগুলো অর্জনের পথটি সহজ করে দেয়।

কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার ব্যবস্থাপনা

কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রদত্ত অধিকারগুলো ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে :

- অধিকার মালিকের মাধ্যমে;
- একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে, যেমন একজন প্রকাশক, প্রযোজক বা সরবরাহকারী; অথবা
- একটি কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে (CMO)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আইনে CMO'র মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করার বিধানও থাকতে পারে।

- অনেক CMO তাদের লাইসেন্স ব্যবসার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে, এরা অধিকার কার্যকরীকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে (পাইরেসি-বিরোধী); শিক্ষাও তথ্যমূলক সেবা বিতরণ করে; আইন প্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে; সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে নতুন কাজের প্রবৃদ্ধি প্রসারে কাজ করে; এবং তাদের সদস্যদের সামাজিক ও আইনগত কল্যাণে অবদান রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অধিকার ব্যবস্থাপনার জন্য (২৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন) অনেক CMO সক্রিয় ভাবে DRM উপাদান উন্নয়ন করছে। এছাড়া অনেক CMO অভিন্ন, আন্তঃকার্যক্ষম (ইন্টার অপারেবল) এবং নিরাপদ মান উন্নয়ন প্রসারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশ নিচ্ছে। এরা যে অধিকারগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে যেগুলোর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কার্যকরী করণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ।
- একটি দেশের সংশ্লিষ্ট CMOs গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে আন্তর্জাতিক CMO ফেডারেশন (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব CMOs'স) (সংযুক্তি ১ দেখুন) অথবা জাতীয় কপিরাইট অফিস থেকে (সংযুক্তি ২ দেখুন) অথবা ৫৫ নং পৃষ্ঠায় সংযুক্তি ১-এ তালিকাবদ্ধ আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলোর যে কোনো একটি থেকে যা সংশ্লিষ্ট শিল্প পরিধি ভেদে।

সঙ্গীত শিল্পে কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট

সঙ্গীত ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের অধিকার যুক্ত থাকার কারণে এ ব্যবসায়ে কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **ম্যাকানিক্যাল অধিকার** লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা এবং প্রকাশকদের পক্ষে সংগৃহীত হয়; **পারফর্মেন্স অধিকার** লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা এবং প্রকাশকদের পক্ষে সংগৃহীত হয়; এবং **পারফর্মেন্স অধিকার** শিল্পী এবং ফনোগ্রামের প্রযোজকদের পক্ষে সংগৃহীত হয় (২০ নং পৃষ্ঠাদেখুন)। আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই যে, হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের রেকর্ড কোম্পানি, সঙ্গীত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ দেশে নিজেদের স্বার্থ উপস্থাপন এবং বড় বড় সঙ্গীত ব্যবহারকারীদের সঙ্গে (বড় কমিউনিকেশন গ্রুপ, রেডিও, টিভি, টেলিযোগাযোগ গ্রুপ বা ক্যাবল অপারেটর) সমঝোতা করতে স্থানীয় এবং/বা দূরবর্তী লাইসেন্সিং সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। তাদের সৃষ্টিশীল কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে তারা এ কাজটি করে থাকে। একইসঙ্গে, সব লাইসেন্স গ্রহীতা, তাদের আকার যাই হোক না কেন, হাজার হাজার স্বতন্ত্র অধিকার মালিকদের সঙ্গে সমঝোতায় না গিয়ে CMO'র সংগ্রহশালায় প্রবেশাধিকার পায়।

শিল্পীদের (সঙ্গীত ও অডিও ভিজ্যুয়াল) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য CMO গুলো শুরু থেকেই **ইন্টারনেটে** অধিকার ব্যবস্থাপনার কাজটি করে আসছে, প্রধানত সাইমাল কাস্টিং ও ওয়েব কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এবং এখন থেকে 'মেকিং অ্যাভেইলেভেল রাইটস'ও (প্রাপ্যতা নিশ্চিত অধিকার) ব্যবস্থাপনা করবে (১৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

অধিকাংশ দেশে, একটি সম্প্রচার সংস্থাকে **অবশ্যই রাইট টু ব্রডকাস্ট মিউজিক** বা সঙ্গীত সম্প্রচার অধিকারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। এই অর্থ প্রদান করা হয় সঙ্গীত রচয়িতা বা কম্পোজারকে, তবে সাধারণত অপ্রত্যক্ষভাবে। বাস্তবে, সঙ্গীত রচয়িতা তার অধিকারের স্বত্বনিয়োগ করে একটি সংস্থার কাছে (CMO), যে সংস্থাটি জনসমক্ষে উপস্থাপনায় আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা করে। CMO বিশাল সংখ্যক সঙ্গীত রচয়িতাদের প্রতিনিধিত্ব করে, এর সদস্যদেরকে রয়্যালটি প্রদান করে। যতবার একটি কাজ প্রদর্শন বা সম্প্রচার করা হয় তার ভিত্তিতে এই রয়্যালটি পরিশোধ করা হয়। সম্প্রচার সংস্থাগুলো CMO'র সঙ্গে বার্ষিক অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে সমঝোতায় পৌঁছায় এবং এক একটি স্টেশনের নমুনা পত্র CMO কে প্রদান করে, একটি রেকর্ড কতবার বাজানো হয়েছে তার ভিত্তিতে সঙ্গীত রচয়িতাকে রয়্যালটি প্রদানের উদ্দেশ্যে এই নমুনাপত্র গণনার প্রয়োজন হয়। CMO হতে পারে যে কোনো পারফর্মিং সংশ্লিষ্ট অধিকার সমিতি। উদাহরণ হিসেবে, কমন ওয়েলথ সম্প্রচার সংস্থাগুলোর উপযুক্ত সংগঠনটি হচ্ছে অস্ট্রেলেশিয়ান পারফর্মিং রাইট অ্যাসোসিয়েশন, অথবা যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পারফর্মিং রাইট সোসাইটি। উভয় সোসাইটি বিশ্বের যে কোনো স্থানে সুরারোপিত সঙ্গীতের জন্য সম্প্রচার

লাইসেন্স প্রদানের মত যোগ্য অবস্থানে রয়েছে। অস্ট্রেলেশিয়ান পারফর্মিং রাইট অ্যাসোসিয়েশন (APRA), উদাহরণ হিসেবে, কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সদস্যদের স্বত্বনিয়োগকৃত সঙ্গীতকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, একইসঙ্গে যুক্তরাজ্যের সঙ্গীত রচয়িতাদের লিখিত সঙ্গীত এবং পারফর্মিং রাইট সোসাইটির প্রকাশকদের সঙ্গীতও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একই ধরনের চুক্তি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ARPA'কে যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটিগুলোর সদস্যদের লিখিত কাজের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, হল্যান্ড, গ্রীস এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও APRA এই ক্ষমতা লাভ করেছে।

সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য একটি পাবলিক পারফর্মেন্স লাইসেন্স জরুরি। এই অধিকারের লাইসেন্স অবশ্যই কপিরাইট মালিক বা প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এবং সাউন্ড রেকর্ডিং কোম্পানির কাছ থেকে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ব্ল্যাঙ্কেট লাইসেন্স সাধারণত নিরাপদ, বিশেষত একটি পারফর্মিং রাইটস সোসাইটির লাইসেন্স।

রিপ্রোগ্রাফিতে কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের অগণিত **কপিরাইট সুরক্ষিত মুদ্রিত উপকরণ** ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসেবে, সংবাদপত্র, জার্নাল এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে তাদের নিবন্ধ ফটোকপি করার প্রয়োজন হয় এবং তথ্য ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সেগুলো তারা তাদের কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। এ ধরনের ব্যবহারের জন্য বিশ্বব্যাপী লেখক ও প্রকাশকদের কাছ থেকে যদি সরাসরি অনুমোদন নিতে হয় তাহলে এটা কেবল অবাস্তব কাজই হবে না, অসম্ভবও হবে।

বিশাল পরিমাণে ফটোকপির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিপরীতে, লেখক ও প্রকাশকরা অনেক দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে রিপ্রোডাকশন রাইটস অর্গানাইজেশনস (RRO)– এক ধরনের CMO– যারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এবং কপিরাইট অনুমোদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে, যেটা কপিরাইট মালিকদের একার পক্ষে অসম্ভব এক ব্যাপার।

সদস্যদের হয়ে RRO গুলো লাইসেন্স প্রদান করে, যেখানে একটি প্রকাশিত কাজের (এর মধ্যে রয়েছে বই, জার্নাল, সাময়িকপত্র) একটি অংশ সীমিত সংখ্যায় রিপ্রোগ্রাফিক বা স্ক্যান করে কপি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মীদের (এর মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার, লোক প্রশাসন, ফটোকপির দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিস্তৃত পরিসরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান) ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। অন্যান্য কপিরাইট অধিকার ব্যবহারের জন্যও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা পায় কিছু কিছু RRO, বিশেষ করে যে কাজগুলো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৬. অন্যান্যদের মালিকানাধীন কাজ ব্যবহার

অন্যদের কাজ ব্যবহারের অনুমোদন আপনার কখন প্রয়োজন হয়?

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়শঃ তাদের ব্যবসায়িক কাজে অন্যের কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারভুক্ত কাজগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। অন্যদের কাজ ব্যবহারের সময় আপনাকে আগে দেখতে হবে কপিরাইট অনুমতির দরকার রয়েছে কি না। নীতিগতভাবে, কপিরাইট মালিকের কাছ থেকে অনুমোদন লাভের প্রয়োজন হবে :

- কাজটি যদি কপিরাইট এবং/বা সম্পর্কিত অধিকার আইনের আওতাভুক্ত হয় (২ নং অধ্যায় দেখুন);
- কাজটি যদি পাবলিক ডমেইনভুক্ত না হয় (৪৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন);
- আপনার পরিকল্পিত ব্যবহারের অর্থ যদি কপিরাইট এবং/বা সম্পর্কিত অধিকার মালিকের প্রতি মঞ্জুরকৃত অধিকারের সবটাই বা কিছু অংশ ব্যবহার হয়; এবং
- আপনার স্থিরকৃত ব্যবহার যদি 'ফেয়ার ইউজ' বা 'ফেয়ার ডিলিং'-এর আওতাভুক্ত না হয় অথবা জাতীয় কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার আইনে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত না হয় (৪৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

মনে রাখবেন, **আপনার ব্যবসায়িক অঙ্গনের বাইরে** (বিনিয়োগকারীর 'রোড শো', কোম্পানি ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, কোম্পানি নিউজলেটার, ইত্যাদি) এবং **আপনার ব্যবসায়িক অঙ্গনের ভেতর** (কর্মীদের মধ্যে বিলি, পণ্য গবেষণা, অভ্যন্তরীণ বৈঠক, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) অন্যান্য মানুষের কাজ ব্যবহারের জন্য আপনাকে বিশেষ অনুমোদন লাভের দরকার হতে পারে। এমনকি, আপনি যদি একটি কপিরাইট সুরক্ষিত **কাজের অংশমাত্র ব্যবহার করেন,** তাহলেও আপনার পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে (৫২নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

অন্যদের কাজের ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল ব্যবহারেও কি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে?

যেভাবে এটা প্রযোজ্য অন্য যে কোনো ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমনি ডিজিটাল ব্যবহার ও সংরক্ষণেও কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। এ কারণে, কপিরাইট মালিকদের কাছ থেকে তাদের কাজ স্ক্যান করা; একটি ইলেক্ট্রনিক বুলেটিন বোর্ড বা ওয়েবসাইটে তাদের কাজ প্রকাশ করা; আপনার কোম্পানির ডাটাবেজে তাদের কাজ সেভ করা; বা আপনার ওয়েবসাইটে তাদের কাজ প্রকাশ ইত্যাদির জন্য পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে। অধিকাংশ ওয়েবসাইটে যোগাযোগকারী ব্যক্তির ই-মেইল ঠিকানা থাকে। ছবি বা লেখা পুনরুৎপাদনের অনুমতি লাভের কাজটি এ কারণে তুলনামূলক সহজ হয়ে গেছে।

আজকের দিনের প্রযুক্তি অন্যদের সৃষ্ট কাজগুলো– চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ক্লিপ, সঙ্গীত, গ্রাফিক্স, আলোকচিত্র, সফটওয়্যার, টেক্সট ইত্যাদি– আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহারের ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছে। অন্যদের কাজ ব্যবহার বা কপি করার এই প্রযুক্তিগত সাবলীলতা অবশ্য আপনাকে এই কাজটি করার আইনগত অধিকার দেয় না।

www.wipo.int/sme/

কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত একটি কাজ যদি আপনি ক্রয় করেন, তাহলে এটা কি আপনার ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবেন?

আগে যেমনটা বলা হয়েছে, কাজ অধিকৃত রাখার অধিকার থেকে কপিরাইট সম্পূর্ণ আলাদা (৩৫ নং পৃষ্ঠা দেখুন)। একটি বই, সিডি, ভিডিও বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি কপি কেনার অর্থ এই নয় যে ক্রেতা সেটার আরো কপি করার অধিকার পাবে বা মানুষের জন্য এটা বাজাতে পারবে বা দেখানোর অধিকার পাবে। এই কাজগুলো করার অধিকার সাধারণত থাকবে কপিরাইট মালিকের হাতে, আর এ কাজগুলো করতে আপনার প্রয়োজন হবে তার অনুমোদন। মনে রাখা দরকার যে,একটি কাজের ফটোকপি বা স্ক্যান করা থেকে শুরু করে একটি ইলেক্ট্রনিক কপি তৈরি বা ইলেক্ট্রনিক আকারে থাকা কোনো কাজের কপি ডাউনলোড সবকিছু করার অর্থই হচ্ছে কপি করা, এই কাজগুলো করার জন্য সাধারণত পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয়।

সফটওয়্যারের লাইসেন্স প্রদান

আপনি একটি মোড়কজাত সফটওয়্যার কিনে এর লাইসেন্স পেতে পারেন। আপনি বস্তুগত মোড়কটি ক্রয় করেন, কিন্তু কেবল মাত্র এর মধ্যে রক্ষিত সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারের ওপর লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। লাইসেন্সের শর্তাবলী (**ক্লিক-র‍্যাপ লাইসেন্স**) প্রায়শ ঐ মোড়কের ওপর লেখা থাকে, আপনি যদি সেইসব শর্তে রাজি না থাকেন তাহলে সেটা ফেরত দিতে পারবেন। মোড়কটি খুললেই ধরে নেয়া হয় যে আপনি চুক্তির সেই শর্তগুলো মেনে নিয়েছেন। আবার, **লাইসেন্সিং চুক্তিটি** মোড়কজাত সফটওয়্যারের মধ্যেও থাকতে পারে।

প্রায়শ, সফটওয়্যারের এই লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারটি অনলাইনে **'ক্লিক-র‍্যাপ লাইসেন্স'** পদ্ধতির মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এ জাতীয় লাইসেন্সের ক্ষেত্রে, একটি ওয়েব পেজের নির্দিষ্ট এক আইকন চেপে চুক্তির শর্তাবলীতে সম্মত হতে পারেন। আপনার কোম্পানির বেশ কতকগুলো কম্পিউটারের জন্য যদি একটি বিশেষ সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়, আপনি তাহলে ভলিউম লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারেন, একাধিক সফটওয়্যার লাইসেন্স কেনার জন্য আপনি এখানে উল্লেখযোগ্য ছাড়ও পাবেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সফটওয়্যার লাইসেন্সের বৈধতা বিষয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে, যেহেতু অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত চুক্তিগত বিধানের মাধ্যমে তাদের অধিকারের সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করছে, যে বিধানগুলো কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার আইনে অনুমোদনকৃত অধিকারের বাইরে।

এ জাতীয় সব ক্ষেত্রেই, লাইসেন্সিং চুক্তিটি মনোযোগ সহকারের পড়া উচিত, আপনি যে সফটওয়্যারটি কিনতে যাচ্ছেন তা দিয়ে কি করতে পারবেন আর কি করতে পারবেন না তা জানার জন্য এটা খুবই জরুরি। এছাড়া, জাতীয় কপিরাইট আইনেও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যার সুবাদে আপনি অনুমোদন ছাড়াই কম্পিউটার প্রোগ্রামের কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহারের অনুমতি পেতে পারেন, যেমন আন্তঃকার্যক্ষম পণ্য তৈরি, ভুল সংশোধন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা এবং একটি ব্যাকআপ কপি তৈরি।

কোন বিষয়বস্তু ও উপকরণগুলো আপনি অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবেন?

কপিরাইট মালিকের কাছ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না :

- কপিরাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয় এমন কাজের অংশ যদি ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে, লেখকের অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরণ কপি না করেই আপনি যদি একটি সুরক্ষিত কাজের **ঘটনা বা ধারণা** আপনার নিজের মত করে প্রকাশ করেন (১৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন);
- কাজটি যদি **পাবলিক ডমেইনভুক্ত হয়;**
- আপনার ব্যবহার যদি 'ফেয়ার ইউজ' বা 'ফেয়ার ডিলিং'-এর আওতাভুক্ত হয় অথবা জাতীয় কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার আইনে উল্লেখিত **সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমের** আওতাভুক্ত হয়।

একটি কাজ কখন পাবলিক ডমেইনভুক্ত হয়?

যদি একটি কাজের ওপর কারোর কপিরাইট না থাকে, সেই কাজটি তখন পাবলিক ডমেইনভুক্ত এবং যে কেউ যে কোনো উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করতে পারে। নিচের কাজগুলো পাবলিক ডমেইনভুক্ত :

উদাহরণ : ফ্রেডেরিক চপিন ১৮৪৯ সালে মারা যান। তার সৃষ্ট সঙ্গীত ও কথা পাবলিক ডমেইন ভুক্ত। যে কেউ এ কারণে চপিনের গান বাজাতে পারে। তবে, মিউজিক্যাল কম্পোজিশন থেকে রেকর্ডিংগুলো যেহেতু আলাদাভাবে সুরক্ষিত থাকে সে কারণে চপিনের রেকর্ডিং এখনও কপিরাইট সুরক্ষার আওতাভুক্ত থাকতে পারে।

- একটি কাজ যার কপিরাইট মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে (২৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন);
- একটি কাজ যেটা কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষা করা যায় না (যেমন, একটি বইয়ের শিরোনাম) (১৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন); এবং
- একটি কাজ যার কপিরাইট মালিক তার অধিকার পরিত্যাগ করেছেন, উদাহরণ হিসেবে, কাজের ওপর একটি পাবলিক ডমেইন নোটিশ প্রদান করে।

কপিরাইট নোটিশ না থাকলেই যে কাজটি পাবলিক ডমেইন-এ চলে যাবে তা নয়, এমনকি যদি কাজটি ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়।

একটি কাজ এখনও কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত কিনা তা কিভাবে বের করবেন?

নৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কাজের ওপর সাধারণত লেখকের নাম থাকবে, অন্যদিকে কোন বছরে লেখক মারা গেছেন তা পাওয়া যাবে বিবলি ও গ্রাফিক্যাল কাজে বা পাবলিক রেজিস্ট্রারে। যদি এখান থেকেও আপনি স্পষ্ট ধারণা না পান তাহলে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা করতে আপনি জাতীয় কপিরাইট অফিসের (যদি থাকে) কপিরাইট রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন বা সংশ্লিষ্ট CMO বা ঐ কাজের প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন একটি পণ্যে একাধিক কপিরাইট থাকতে পারে এবং এগুলোর মালিক হতে পারে ভিন্ন ভিন্নব্যাক্তি বা প্রাতিষ্ঠান, এছাড়া থাকতে পারে সুরক্ষার ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদ। উদাহরণ হিসেবে, একটি বইয়ে থাকতে পারে টেক্সট ও ছবি, যেগুলো কয়েকটি ও আলাদা আলাদা কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত, প্রতিটির মেয়াদও শেষ হবে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে।

www.wipo.int/sme/

কপিরাইটের সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম বা 'ফেয়ার ইউজ' বা 'ফেয়ার ডিলিং' ধারণার আওতাভুক্ত কাজ কখন ব্যবহার করতে পারবেন?

প্রতিটি দেশের জাতীয় কপিরাইট আইনে কিছু সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম রয়েছে, যেগুলো কপিরাইট সুরক্ষার আওতাকে সংকুচিত করে এবং যেগুলো কিছু কিছু পরিস্থিতিতে বিনা অনুমতিতে ব্যবহারের অনুমোদন দেয় বা অনুমোদন ছাড়া অর্থের বিনিময়ে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে। এটা এক এক দেশের ক্ষেত্রে এক এক রকম, কিন্তু সাধারণত ভাবে ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতাগুলোর মধ্যে থাকে, প্রকাশিত একটি কাজ থেকে **কোটেশন** (উদ্ধৃতি) ব্যবহার (অর্থাৎ, স্বাধীনভাবে সৃষ্ট কোনো কাজে ঐ কাজের সংক্ষিপ্তসার ব্যবহার), **গোপনীয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের** জন্য কিছু মাত্রায় কপি করা (যেমন, গবেষণা ও পাঠদানের উদ্দেশ্যে), **লাইব্রেরি ও আর্কাইভে** কিছু মাত্রায় পুনরুৎপাদন (যেমন, যে বইগুলো আর প্রকাশিত হয় না, অথবা যে কপি সংরক্ষিত আছে তা এতটাই ভঙ্গুর যে সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী নয়), শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য **শিক্ষকদের** মাধ্যমে তৈরি কপিরাইটকৃত কাজের সংক্ষিপ্তসার পুনরুৎপাদন অথবা দৃষ্টি **প্রতিবন্ধী** ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কপি।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দেশে আইনে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতাও ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রায়শঃ এ জাতীয় সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রমগুলো জাতীয় আইনে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত থাকে, যেগুলোর নির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তা না হলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

'অভিন্ন আইন'-এর দেশগুলোতে, যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র, **'ফেয়ার ইউজ'** বা **'ফেয়ার ডিলিং'**-এর অধিভুক্ত কাজও রয়েছে। তবে, কপিরাইট আইনে এ বিষয়ে বক্তব্য খুব বেশি নির্দিষ্ট নয়। 'ফেয়ার ইউজ' ঐ কাজগুলোকে স্বীকৃতি দেয় যেখানে অন্য মানুষের কপিরাইটকৃত কাজের কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। তবে ধরে নেয়া হয় যে, সেইগুলোর পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার ন্যূনতম মাত্রায় ঘটবে যা কপিরাইট মালিকের একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে কোনো অযাচিত সংঘাত তৈরি করবে না। 'ফেয়ারইউজ' সম্পর্কে সাধারণ রীতি উল্লেখ করা বেশ কঠিন, কারণ এটা প্রায় সময়ই নির্দিষ্ট ঘটনা-নির্ভর। তবে, যারা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য কপি করে তাদের চেয়ে **ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের** অর্থাৎ যারা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাজ কপি করে, তাদের 'ফেয়ার ইউজ' অধিকার বেশি মাত্রায় থাকে। 'ফেয়ার ইউজ' হিসেবে অনুমোদনযোগ্য কাজগুলোর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে পাঠদানের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছবির কপি সরবরাহ, প্যারোডি বা সামাজিক মন্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ ব্যবহার, প্রকাশিত কোনো কাজের কোটেশন বা উদ্ধৃতি ব্যবহার, এবং সফটওয়্যারের উপযুক্ততা বজায় রাখতে এর রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং। 'ফেয়ারইউজ'র আওতা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন, এ জাতীয় ধারার অধীনেও যখন আপনি অন্য মানুষের কাজ ব্যবহার করবেন, তখনও আপনাকে লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে।

ব্যক্তিগত কপির ক্ষেত্রে লেভি সিস্টেম কী?

একজন ব্যক্তি বানিজ্যিক ব্যবহার ছাড়া তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণ কপিরাইটকৃত উপকরণ কপি করে থাকে। রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি এবং মিডিয়ার নির্মাতা ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা একটি লাভজনক বাজার সৃষ্টি করেছে। তবে, ব্যক্তিগত কপি এর নিজস্ব ধরণের কারণেই চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে না: মানুষ তার বাড়িতে বসেই স্বতফূর্ত ব্যক্তিগত কপি তৈরি করে থাকে। এ কারণে, কোন কোন দেশে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কপি করার বিষয়টি অনুমোদিত; এখানে কোনো পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কতিপয় দেশ শিল্পী, লেখক ও সঙ্গীত শিল্পীদের প্রণোদনা দিতে তাদের কাজের এ ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ধরনের লেভি পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করেছে। একটি লেভি সিস্টেমের দু'টি উপাদান থাকতে পারে:

- **ইক্যুইপমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লেভি :** সবধরণের রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি, ফটোকপি ও ফ্যাক্স মেশিন থেকে সিডি ও ডিভিডি বার্নার, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এবং স্ক্যানার সবকিছুর দামের ওপর সামান্য পরিমাণ কপিরাইট ফি যোগ করা হয়। কিছু কিছু দেশ খালি (ব্যাঙ্ক) রেকর্ডিং মিডিয়া, যেমন ফটোকপি পেপার, খালি টেপ, সিডি রেকর্ডার বা ফ্লাশ কার্ডের ওপর লেভি ধার্য করে থাকে।
- **অপারেটর লেভি :** স্কুল, কলেজ, সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অগণিত সংখ্যক ফটোকপির বিপরীতে একটি 'ইউজার ফি' প্রদান করে থাকে।

নির্মাতা, আমদানিকারক, অপারেটর বা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে লেভি সংগ্রহ করে সাধারণত কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং তারপর তারা এটা সম্পর্কিত অধিকার মালিকদের মাঝে বণ্টন করে।

বেলজিয়ামের উদাহরণ

বেলজিয়ামে, যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের অধিকারে থাকা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে (যেটা তারা কিনতে পারে, ভাড়া বা ইজারা নিতে পারে) সুরক্ষিত কাজের কপি তৈরি করে, তাদেরকে অবশ্যই একটি পারিতোষিক প্রদান করতে হয়। সুরক্ষিত কাজের কপির সংখ্যা কত তার ভিত্তিতে এই পারিতোষিক নির্ধারিত হয়। রেপ্রোবেল, বেলজিয়াম রিপ্রোডাকশন রাইটস অর্গানাইজেশন, এই লেভি সংগ্রহ করে এবং আয় বণ্টন করে।

টেকনোলজিক্যাল প্রোটেকশন মেজারস (TPM)-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত কাজ কি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন?

TPM-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত কাজগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহারের সময় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সতর্ক থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে যদি একাজে TPM **প্রযুক্তি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়**। এই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি এখন অধিকাংশ দেশে আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ। অধিকাংশ দেশে, এ জাতীয় লঙ্ঘনের দায় সুরক্ষিত কাজের কপিরাইট ভঙ্গের চেয়ে পৃথক এবং স্বাতন্ত্র্যমূলক। এর অর্থ হচ্ছে, এমনকি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অধিকার অনুমোদিত থাকলেও, কপিরাইট লঙ্ঘনের সাধারণ নিয়ম তখনও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং, যে কোনো কাজ নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য কপিরাইট মালিকের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণের দরকার হয়।

TPM প্রযুক্তি তখনই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, যখন আপনি কারোর ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হ্যাক করে বা সেখানে ঢুকে পড়ে অনুমোদন ছাড়াই কপিরাইটকৃত কাজটি ব্যবহার করতে যান, অথবা যখন আপনি অনুমোদন ছাড়া একটি কপিরাইটকৃত কাজ ডিক্রিপ্ট করেন। কোন কোন দেশের জাতীয় আইন এ জাতীয় কাজকে কেবল অবৈধ চর্চা হিসেবেই দেখে না, যে কোনো ধরনের **প্রস্তুতিমূলক (প্রিপারেটরি) কাজ বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা** নিশ্চিত করার কাজকেও কপিরাইট লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করে।

অন্যদের অধিকারভুক্ত সুরক্ষিত কাজ ব্যবহারের অনুমোদন কিভাবে পাবেন?

কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকারভুক্ত কাজ ব্যবহারের অনুমোদন লাভের দু'টি প্রাথমিক পদ্ধতি রয়েছে : CMO'র সেবা গ্রহণ করা অথবা যদি তাদের ঠিকানা পাওয়া যায় কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার মালিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা।

সম্ভবত প্রথমে এটি দেখা সর্বোত্তম পন্থা যে কাজটি সংশ্লিষ্ট CMO'র সংগ্রহ শালায় নিবন্ধিত যাহা লাইসেন্স পাবার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। এই সংস্থাগুলো সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রস্তাব করে। কিছু CMO ডিজিটাল লাইসেন্সেরও প্রস্তাব রাখে (৪০-৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

যদি কোনো কাজের কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার কোনো CMO'র মাধ্যমে পরিচালিত না হয়, তাহলে আপনাকে কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার মালিক বা তার এজেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। কপিরাইট নোটিশে যে ব্যক্তির নাম থাকে তিনিই সম্ভবত হয়ে থাকেন প্রাথমিক কপিরাইট মালিক, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের অর্থনৈতিক অধিকার আরেক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। **জাতীয় কপিরাইট রেজিস্ট্রার** ঘেটে আপনি ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে বর্তমান কপিরাইট বা সম্পর্কিত অধিকার মালিককে শনাক্ত করতে পারবেন। এই দেশগুলোতে কপিরাইট নিবন্ধনের একটি ঐচ্ছিক পদ্ধতি রয়েছে।

লিখিত বা সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে, আপনাকে সেই কাজের **প্রকাশক বা রেকর্ড প্রযোজকের** সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যারা সাধারণত ঐ কাজ পুনরুৎপাদন অধিকারের মালিক থাকেন।

যেহেতু অধিকারের বিভিন্ন ধরনের স্তর থাকতে পারে, সে কারণে বিভিন্ন ধরনের অধিকার মালিকও থাকতে পারে, যাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে লাইসেন্স নেয়া জরুরি। উদাহরণ হিসেবে, সঙ্গীত রচনার জন্য থাকতে পারে একজন সঙ্গীত প্রযোজক, রেকর্ডিংয়ের জন্য একটি রেকর্ডিং কোম্পানি, এবং প্রায়শই শিল্পীদেরও অধিকার থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে, সুপারিশ করা হচ্ছে যে, সমঝোতার আগে লাইসেন্স চুক্তির শর্তাবলী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করুন, এমনকি প্রমিত শর্তে একটি লাইসেন্স প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও। একজন যোগ্য লাইসেন্সিং বিশেষজ্ঞ আপনার ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা পূরণে সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।

যে কপিরাইট মালিকের কাজ আপনি ব্যবহার করতে চান তার থেকে অনুমোদন পাওয়ার প্রয়োজন হবে আপনার। লেখকরা প্রায়শ একজন প্রকাশক বা CMO'র কাছে তাদের অধিকার হস্তান্তর করে থাকেন। তাদের কাজের অর্থনৈতিক ব্যবহার ব্যবস্থাপনার জন্য এই হস্তান্তরের ঘটনা ঘটে।

www.wipo.int/sme/

আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিভাবে কপিরাইট লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে?

কপিরাইট লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনা একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এ কারণে, এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করা উচিত যাতে লঙ্ঘনের ঘটনা এড়ানো যায়। নিচের পদ্ধতিগুলোর সুপারিশ করা হচ্ছে :

- আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলুন যেন তারা তাদের কাজ বা উদ্যোগে সম্ভাব্য কপিরাইট প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকে;
- যেখানে প্রয়োজন সেখানে লিখিত লাইসেন্স বা স্বত্ব লাভ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এ জাতীয় লাইসেন্স বা স্বত্বের আওতার সঙ্গে কর্মীরা পরিচিত;
- যেসব যন্ত্রপাতি কপিরাইট লঙ্ঘনে ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার, সিডি ও ডিভিডি বার্নার), সেগুলোর ওপর একটি নোটিশ সাঁটিয়ে দিন, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে এগুলো কপিরাইট লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না;
- অনুমোদন ছাড়া অফিস কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেট থেকে কপিরাইটকৃত কোনো বিষয় ডাউনলোডের ক্ষেত্রে কর্মীদের নিরুৎসাহিত করুন; এবং
- আপনার প্রতিষ্ঠান যদি প্রায়শ: টেকনোলজিক্যাল প্রোটেকশন মেজারস (TPM)- এর মাধ্যমে সুরক্ষিত পণ্য ব্যবহার করে থাকে, তাহলে এমন নীতি গ্রহণ করুন যেটা নিশ্চিত করবে যে, কর্মীরা কপিরাইট মালিকের অনুমোদন ছাড়া TPM পাশ কাটিয়ে যাবে না, অথবা অনুমোদনের সীমা লঙ্ঘন করবে না।

প্রত্যেকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কপিরাইট কমপ্লায়েন্স বা মেনে চলার একটি ব্যাপকভিত্তিক নীতি থাকা প্রয়োজন, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কপিরাইট অনুমোদন লাভের বিস্তারিত কার্যবিধি যেটা এর ব্যবসা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আপনার নিজস্ব ব্যবসায়িক পরিমন্ডলে কপিরাইট মেনে চলার একটি সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে আপনি কপিরাইট লঙ্ঘনের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারবেন।

সামারি চেকলিস্ট

- **আপনার কপিরাইটের সর্বোচ্চ সুরক্ষা**। জাতীয় কপিরাইট অফিসে আপনার কাজ নিবন্ধন করুন, যেখানে এ জাতীয় ঐচ্ছিক নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। আপনার কাজের সঙ্গে একটি কপিরাইট নোটিশ যুক্ত করুন। ডিজিটাল কাজ সুরক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট টুল প্রয়োগ করুন।
- **কপিরাইট মালিকানা নির্ধারণ করুন**। আপনার কোম্পানির জন্য তৈরি কোনো কাজের কপিরাইট মালিকানা নির্ধারণে সবকর্মী, স্বতন্ত্র ঠিকাদার এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করুন।
- **লঙ্ঘনের ঘটনা এড়ানো**। আপনার পণ্য বা সেবায় যদি এমন কোনো উপাদান যুক্ত থাকে যেটা সামগ্রিক ভাবে আপনার কোম্পানির মৌলিক কোনো উপাদান নয়, তাহলে খোঁজ করুন এই উপাদান ব্যবহারের জন্য অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে কি না এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনুমোদন নিন।
- প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি হিসেবে, আপনার **কপিরাইট থেকে সর্বোচ্চটাই উসল করে নিন**। আপনার অধিকার বিক্রি না করে লাইসেন্স দিন। নির্দিষ্ট এবং সীমিত আকারের লাইসেন্স অনুমোদন করুন, যেন লাইসেন্স গ্রহীতার বিশেষ প্রয়োজন পূরণে প্রত্যেকটি লাইসেন্সকে ছেঁটে ফেলা যায়।

৭. কপিরাইট কার্যকরীকরণ

আপনার কপিরাইট অধিকার কখন লঙ্ঘিত হয়?

কপিরাইট মালিকের পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ যখন কোনো কাজে লিপ্ত থাকে, যেটা করার অনুমোদন কেবল কপিরাইট মালিকই দিতে পারে, তখন মালিকের কপিরাইট ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় এবং বলা হয় কপিরাইট 'লঙ্ঘন' করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে যদি কেউ, অনুমোদন ছাড়া :

- কোনো কাজ করে যেটা করার একচেটিয়া অধিকার কেবল আপনার;
- কোন কোন দেশে, একটি কাজ (যেমন, একটি পাইরেটেড সিডি বিক্রয়) বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে বা সেটি নকল কর্ম তৈরির পদ্ধতি উন্মোচন করে; এবং
- কোন কোন দেশে, একটি কপিরাইট লঙ্ঘিত কাজ আমদানি বা নিজের অধিকারে রাখে, যদি না সেটা আইনগত ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে বা অন্যভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

যদি একটি কাজের **অংশমাত্র** ব্যবহার করা হয় তাহলেও কপিরাইট লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে। লঙ্ঘনের ঘটনা সাধারণত ঘটে যেখানে একটি 'উল্লেখযোগ্য অংশ'
– যেটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় বা স্বাতন্ত্র্যমূলক
– এমনভাবে ব্যবহার করলে যেটা কেবল কপিরাইট মালিকের ক্ষেত্রেই একচেটিয়াভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং, **পরিমাণ ও মান** উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, একটি কাজের কতটুকু অংশ ব্যবহার করলে কপিরাইট লঙ্ঘিত হবে না এ বিষয়ে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রশ্নটি নির্ধারিত হবে প্রতিটি ঘটনার ভিত্তিতে, বাস্তব অবস্থার নির্ভরতায় এবং প্রতিটি পরিস্থিতির ভিত্তিতে।

নৈতিক অধিকারও লঙ্ঘিত হতে পারে :

- যদি কাজের লেখক হিসেবে আপনার অবদান স্বীকৃত না হয়; অথবা
- যদি আপনার কাজটি অবমূল্যায়নের শিকার হয় বা এমনভাবে পরিমার্জিত হয় যেটা আপনার সম্মান ও সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

এছাড়া কপিরাইট অথবা স্বাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারটি ঘটবে যদি কেউ এমন যন্ত্র তৈরি, আমদানি বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে যেটা **টেকনোলজিক্যাল প্রোটেকশন মেজারস-কে পাশ কাটিয়ে যায়,** যে পদ্ধতি আপনি নিয়োজিত করেছেন অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপনার কপিরাইটকৃত কাজ সুরক্ষিত রাখতে। এছাড়া, লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে যদি কেউ **রাইট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন মুছে ফেলে বা বদলে দেয়** যেটা আপনি একটি কপিরাইটকৃত কাজে যুক্ত করে দিয়েছেন (২৬ নং পৃষ্ঠা দেখুন)।

www.wipo.int/sme/

একটিমাত্র কাজ বেশ কয়েকজন অধিকার মালিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের টেপ বিক্রি করলে সম্প্রচার সংস্থার অধিকার ভঙ্গ করা হয়। অবশ্যই, এ কাজটি সঙ্গীত রচয়িতা ও রেকর্ড কোম্পানির অধিকারও লঙ্ঘন করবে। যারা মূল রেকডিং তৈরী করেছিল, এক্ষেত্রে প্রত্যেক অধিকার মালিক আলাদা আলাদা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

আপনার অধিকার যদি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে বা লঙ্ঘিত হয় তাহলে কি করবেন?

কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার কার্যকরীকরণের দায় মালিকের। আপনার অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আপনাকেই সনাক্ত করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

একজন কপিরাইট আইনজীবী বা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে এবং লঙ্ঘন কারীর বিরুদ্ধে কখন, কিভাবে এবং কি ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা নির্বাচনে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া এজাতীয় বিরোধ মামলা বা অন্য কিভাবে নিষ্পত্তি করা যায় সে ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত আপনার সামগ্রিক ব্যবসায়িক কৌশল ও লক্ষ্য পূরণে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন।

আপনার কপিরাইট অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয়, তাহলে অভিযুক্ত লঙ্ঘনকারীকে **একটি চিঠি পাঠিয়ে** ('সিজ অ্যান্ড ডিসিস্ট লেটার' বলা হয়) সম্ভাব্য সংঘাত বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পারেন। এই চিঠি লিখতে একজন আইনজীবীর পরামর্শ নেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে। কোন কোন দেশে, কেউ যদি ইন্টারনেটে আপনার কপিরাইট লঙ্ঘন করে থাকে, তাহলে আপনার হাতে থাকে নিচের পছন্দগুলো থেকে বেছে নেয়ার সুযোগ আছে:

- ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে (ISP) একটি সিজ অ্যান্ড ডিসিস্ট চিঠি পাঠিয়ে ওয়েবসাইট থেকে সেই বিষয়বস্তুটি মুছে ফেলা বা এখানে প্রবেশাধিকার বন্ধ ('নোটিশ অ্যান্ড টেক-ডাউন) করে দেয়ার অনুরোধ জানাতে পারেন; অথবা
- ISP কে নোটিশ প্রদান করতে পারেন, যে প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে লঙ্ঘনকারীকে জানাবে এবং এভাবে বিষয়টির মীমাংসায় সহায়তা করবে ('নোটিশ অ্যান্ড নোটিশ' পদ্ধতি)।

কখনও কখনও তাৎক্ষণিক উপস্থিতি হতে পারে উৎকৃষ্ট কৌশল। লঙ্ঘনকারীকে আপনার দাবি সম্পর্কে নোটিশ প্রদান অনেক সময় তাকে প্রমাণাদি লুকিয়ে ফেলার বা ধ্বংস করার সুযোগ প্রদান করতে পারে। আপনি যদি মনে করেন লঙ্ঘনের ঘটনাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে এবং আপনি যদি লঙ্ঘনকারীর অবস্থান জানেন, তাহলে লঙ্ঘনকারীকে কোনো নোটিশ প্রদান না করেই আদালতে গিয়ে একটি একতরফা আদেশ নিতে পারেন, যে আদেশ বলে আপনি লঙ্ঘনকারীর প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি জব্দ করতে পারেন।

আদালতের রায় প্রদানে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে আর কোনো ক্ষতি এড়াতে, লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধ বা বাণিজ্যিক চ্যানেলে নকল মালামাল ঢোকা প্রতিরোধ করতে

আপনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারেন। অধিকাংশ দেশের আইন একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করতে পারে যার মাধ্যমে আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত লঙ্ঘনকারীকে তার কার্যক্রম বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সংরক্ষণের আদেশ দিতে পারেন।

একজন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে তখনই **মামলা দায়েরের** সুপারিশ করা হচ্ছে যদি : ক) আপনি প্রমাণ করতে পারেন আপনিই সেই কাজের কপিরাইট মালিক; খ) আপনি আপনার অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেন; এবং গ) আইনগত পদ্ধতিতে জয়ী হওয়ার মূল্য যদি মামলা পরিচালনা করার খরচকে ছাড়িয়ে যায়। লঙ্ঘনের প্রতিকার হিসেবে আদালত যে ক্ষতি পূরণের আদেশ দিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে ক্ষতি পূরণ, নিষেধাজ্ঞা, লভ্যাংশ প্রদানের আদেশ এবং মালিকের কাছে নকল পণ্যগুলো হস্তান্তর। এছাড়া লঙ্ঘনকারী নকল পণ্য তৈরিও বিতরণের সঙ্গে জড়িত তৃতীয় পক্ষের নাম এবং তাদের বিতরণ চ্যানেল সম্পর্কে তথ্য দিতে বাধ্য করতে পারেন। এর পাশাপাশি,আদালত, অনুরোধের ভিত্তিতে, জাল পণ্যগুলো কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ধ্বংসের আদেশ দিতে পারেন।

কপিরাইট আইন কাজের নকল কপি তৈরি বা বানিজ্যিক কার্যক্রমে যুক্ত থাকার কারণে **ফৌজদারি দায়ও** আরোপ করতে পারে। লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে জরিমানা বা এমনকি কারাবাস।

পাইরেটেড কাজ আমদানি প্রতিরোধ করতে, জাতীয় শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করা প্রয়োজন। অনেক দেশ তাদের সীমান্তে কার্যকরীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে, এ পদ্ধতির সুবিধা নিয়ে কপিরাইট মালিক ও লাইসেন্স গ্রহীতারা কর্তৃপক্ষকে পাইরেটেড বা জাল পণ্য জব্দ করার অনুরোধ জানাতে পারেন।

আদালতের বাইরে কপিরাইট লঙ্ঘন নিষ্পত্তির আর কি কি সুযোগ রয়েছে?

অনেক ক্ষেত্রেই, লঙ্ঘনের ঘটনা মোকাবেলার একটি কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে **সালিশ-নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতা**। আদালতে মামলার তুলনায় সালিশ-নিষ্পত্তি সাধারণত কম আনুষ্ঠানিক বা স্বল্পমেয়াদী হয়ে থাকে এবং সালিশের সিদ্ধান্ত সহজেই আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকরযোগ্য। সালিশ মধ্যস্থতার উভয়ের সুবিধা হচ্ছে উভয়পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। এসব ক্ষেত্রে, আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চমৎকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয় যাদের সঙ্গে আপনার কোম্পানি ভবিষ্যতে সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা রাখে অথবা যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে নতুন লাইসেন্সিং বা ক্রস-লাইসেন্সিং চুক্তি করতে আপনি আগ্রহী। লাইসেন্সিং চুক্তিতে সালিশ-নিষ্পত্তি এবং/বা মধ্যস্থতার ধারা অন্তর্ভুক্ত রাখা হচ্ছে সাধারনত উত্তম ব্যবসায়িক রীতি। বিস্তারিত জানার জন্য *wipo* সালিশ নিষ্পত্তি এবং মধ্যস্থতা কেন্দ্র সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে দেখুন। ওয়েব সাইটের ঠিকানা। *www.wipo.int/center/index.html*

সংযুক্তি ১

প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট লিংক

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা : *www.wipo.int*

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিষয়ে WIPO বিভাগ : *www.wipo.int/sme/en/*

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ে WIPO'র ওয়েবসাইট :
www.wipo.int/copyright/en/index.html

আইন কার্যকরীকরণের ওপর WIPO'র ওয়েবসাইট :
www.wipo.int/enforcement/en/index.html

WIPO ইলেক্ট্রনিক বুকশপ থেকে প্রকাশনা কিনতে : *www.wipo.int/ebookshop*

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :
– গাইড অন দা লাইসেন্সিং অব কপিরাইট অ্যান্ড রিলেটেড রাইটস, প্রকাশনা নং ৮৯৭
–কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অব কপিরাইট অ্যান্ড রিলেটেড রাইটস, প্রকাশনা নং ৮৫৫

বিনা পয়সায় প্রকাশনা ডাউনলোডের জন্য : *www.wipo.int/publications*

এর মধ্যে রয়েছে :
– আন্ডারস্ট্যান্ডিং কপিরাইট অ্যান্ড রিলেটেড রাইটস, প্রকাশনা নং ৯০৯
– ফ্রম আর্টিস্ট টু অডিয়েন্স : হাউ ক্রিয়েটরস অ্যান্ড কনজ্যুমার্স বেনিফিট ফ্রম কপিরাইট অ্যান্ড রিলেটেড রাইটস অ্যান্ড দা সিস্টেম অব কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অব কপিরাইট, প্রকাশনা নং ৯২২
– কালেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট ইন রিপ্রোগ্রাফি, প্রকাশনা নং ৯২৪

জাতীয় কপিরাইট অফিসের ডিরেক্টরি:
www.wipo.int/news/en/links/addresses/cr/index/htm

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব সোসাইটিজ অ্যাডমিনিস্টারিং দা রাইটস অব ম্যাকানিক্যাল রেকর্ডিং অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন (BIEM; আদ্যক্ষরটি এসেছে মূল ফরাসি নাম থেকে) : *www.biem.org*

বিজনেস সফটওয়্যার অ্যালায়েন্স (BSA) : *www.bsa.org*

ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব সোসাইটিজ অব অথরস অ্যান্ড কম্পোজারস (CISAC; আদ্যক্ষরটি মূল ফরাসি থেকে এসেছে) : *www.cisac.org*

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনস (FIAPF; আদ্যক্ষর এসেছে ফরাসি থেকে) : *www.fiapf.org*

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রিপ্রোডাকশন রাইটস অর্গানাইজেশনস (IFRRO) : *www.ifrro.org*

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব দা ফোনোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রি (IFPI) : *www.ifpi.org*

ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন (IMPALA) : *www.impalasite.org*

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন (IPA) : *www.ipa-uie.org*

সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (SIIA) : *www.siia.org*

সংযুক্তি ২

জাতীয় কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইট ঠিকানা

আলজেরিয়া	*www.onda@wissal.dz*
অ্যান্ডোরা	*www.ompa.ad*
আর্জেন্টিনা	*www2.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/autor*
অস্ট্রেলিয়া	*www.ag.gov.au*
বার্বাডোস	*www.caipo.gov.bb*
বেলারুশ	*vkudashov@belpatent.gin.by*
	ncip@belpatent.gin.by
বেলিজ	*www.belipo/bz*
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়া	*www.bih.nat.ba/zsmp*
ব্রাজিল	*www.minc.gov.br*
কানাডা	*cipo.gc.ca*
চীন (হংকং-SAR)	*www.info.gov.hk/ipd*
কলম্বিয়া	*www.derautor.gov.co*
ক্রোয়েশিয়া	*www.dziv.hr*
চেক রিপাবলিক	*www.mkcr.cz*
ডেনমার্ক	*www.kum.dk*
এল সালভাদর	*www.cnr.gob.sv*
ফিনল্যান্ড	*www.minedu.fi*
জর্জিয়া	*www.global-erty.net/saqpatenti*
জার্মানি	*www.bmj.bund.de*
হাঙ্গেরি	*www.hpo.hu*
আইসল্যান্ড	*www.ministryofeducation.is*
ভারত	*copyright.gov.in*
ইন্দোনেশিয়া	*www.dgip.go.id*
আয়ারল্যান্ড	*www.entemp.ie*
কিরগিস্তান	*www.kyrgyzpatent.kg*
লাটভিয়া	*www.km.gov.lv*
লেবানন	*www.economy.gov.lb*
লিথুনিয়া	*www.muza.lt*
লুক্সেমবার্গ	*www.etat.lu/EC*
মালয়েশিয়া	*mipc.gov.my*
মেক্সিকো	*www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_459_indautor*
মোনাকো	*www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco*
মঙ্গোলিয়া	*www.ipom.mn*

নিউজিল্যান্ড	*www.med.govt.nz*
নাইজার	*www.bnda.ne.wipo.net*
নরওয়ে	*www.dep.no/kd/*
পেরু	*www.indecopi.gob.pe*
ফিলিপাইন	*ipophil.gov.ph*
রিপাবলিক অব কোরিয়া	*www.mct.go.kr/english*
রাশিয়ান ফেডারেশন	*www.rupto.ru*
সিঙ্গাপুর	*www.gov.sg/minlaw/ipos* *www.ipos.gov.sg/*
স্লোভেকিয়া	*www.culture.gov.sk*
স্লোভেনিয়া	*www.sipo.mzt.si/*
স্পেন	*www.mcu.es/propiedad_intelectual/indice.htm*
সুইজারল্যান্ড	*www.ige.ch*
থাইল্যান্ড	*www.ipthailand.org*
তুরস্ক	*www.kultur.gov.tr*
ইউক্রেন	*www.sdip.gov.ua* *www.uacrr.kiev.ua*
যুক্তরাজ্য	*www.patent.gov.uk*
যুক্তরাষ্ট্র	*www.loc.gov/copyright*

দ্রষ্টব্য ঃ হালনাগাদ তথ্যের জন্য দেখুন www.wipo.int/directory ওয়েবসাইট

সংযুক্তি ৩

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ক প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর সংক্ষিপ্তসার

সাহিত্য ও শৈল্পিক কর্ম সুরক্ষা বিষয়ক বার্ন চুক্তি (বার্ন চুক্তি) (১৮৮৬) [বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস]

আন্তর্জাতিক কপিরাইট চুক্তির প্রধানতম চুক্তিটি হচ্ছে বার্ন চুক্তি বা কনভেনশন। এ চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় আচরণ' বিষয়ক আইন, অর্থাৎ প্রত্যেক দেশি বিদেশি লেখকরা জাতীয় লেখকদের মত একই অধিকার ভোগ করবেন। বর্তমানে এই চুক্তিটি ১৬২ টি দেশে কার্যকর। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর তালিকা এবং এ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে
www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html ওয়েবসাইটে।

শিল্পী (পারফর্মার), ফনোগ্রামস প্রযোজক এবং সম্প্রচার সংস্থার সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (রোম চুক্তি) (১৯৬১) [ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব পারফর্মারস, প্রডিউসার অব ফোনোগ্রামস অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশনস]

প্রতিবেশী অধিকারগুলোর সুরক্ষা রোম কনভেনশনের আওতাভুক্ত : কর্ম সম্পাদনকারী শিল্পীরা তাদের কর্ম সম্পাদনের ওপর, ফনোগ্রামের প্রযোজকরা তাদের ধ্বনি রেকর্ডিংয়ের ওপর এবং রেডিও ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ তাদের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ওপর অধিকার ভোগ করে। বর্তমানে ৮৩টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর তালিকা এবং এ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দেখুন
www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html ওয়েবসাইট।

ফনোগ্রামের অবৈধ অনুলিপির বিরুদ্ধে ফনোগ্রামের প্রযোজকদের সুরক্ষা বিষয়ক চুক্তি (ফনোগ্রাম চুক্তি) (১৯৭১)

[কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব প্রডিউসারস অব ফনোগ্রামস অ্যাগেইনস্ট আনঅথোরাইজড ডুপ্লিকেশন অব দেয়ার ফনোগ্রামস] প্রযোজকদের অনুমতি ছাড়া নকল কপি তৈরি ও এ জাতীয় কপি আমদানির বিরুদ্ধে, যেখানে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে নকল কপি তৈরি বা আমদানি করা হয় এবং এসব নকল কপি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের বিরুদ্ধে ফনোগ্রাম চুক্তি প্রত্যেকটি চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশকে ফনোগ্রাম প্রযোজকদের, যারা চুক্তি স্বাক্ষরকারী আরেকটি দেশের নাগরিক, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ করে। 'ফনোগ্রাম' অর্থ হচ্ছে একটি একচ্ছত্র মৌখিক ফিক্সেশন বা রেকর্ড (অর্থাৎ, এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকে না, উদাহরণ হিসেবে, চলচ্চিত্রের সাউন্ড ট্র্যাক বা ভিডিও ক্যাসেট), তা এই রেকর্ডের মাধ্যম যেটাই হোক না কেন (ডিস্ক, টেপ বা অন্যকিছু)। বর্তমানে ৭৫টি দেশে এই চুক্তিটি কার্যকর। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর তালিকা এবং এ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দেখুন
www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/index.html ওয়েবসাইট।

মেধা সম্পদ অধিকারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দিকগুলো বিষয়ক চুক্তি (TRIPS চুক্তি) (১৯৯৪) [এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস] মেধা সম্পদ অধিকারের কার্যকর ও যথাযথ সুরক্ষার সঙ্গে তাল রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে, TRIPS চুক্তিটি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মেধা সম্পদ অধিকারের সহজলভ্যতা, আওতা ও ব্যবহার সম্পর্কিত যথাযথ মানদণ্ড ও নীতি প্রণয়ন নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছিল। একই সঙ্গে, এই চুক্তি এ জাতীয় অধিকার কার্যকরীকরণের উপায়ও প্রদান করছে। TRIPS চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৪৯টি দেশের সবগুলোকে একসূত্রে আবদ্ধ করছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ওয়েবসাইট *www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.doc* থেকে এ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে।

WIPO কপিরাইট চুক্তি (WCT) এবং WIPO শিল্পী ও ফনোগ্রাম চুক্তি (WPPT) (১৯৯৬)

[WIPO কপিরাইট ট্রিটি অ্যান্ড WIPO পারফরমেন্সেস অ্যান্ড ফনোগ্রামস ট্রিটি] ডিজিটাল বিশ্বের অগ্রগতিতে যে চ্যালেঞ্জের আবির্ভাব ঘটেছে তার থেকে লেখক, শিল্পী ও ফনোগ্রামের প্রযোজকদের অধিকার সুরক্ষা করতে ১৯৯৬ সালে WIPO কপিরাইট চুক্তি এবং WIPO শিল্পী ও ফনোগ্রামের চুক্তি সম্পাদিত হয়। সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কাজ সুরক্ষার বার্ন চুক্তিকে সম্পূরণ করেছে WCT, তথ্য সমাজের নতুন আবশ্যকতাগুলোর সঙ্গে এটাকে খাপখাইয়ে নিয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রথমত বার্ন চুক্তির সবগুলো বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিযোজনপূর্বক ডিজিটাল আবহে প্রযোজ্য। এছাড়া, WCT চুক্তির সব পক্ষকে বার্ন চুক্তির বিধানগুলো মেনে চলতে হবে, তা সেই দেশটি বার্ন চুক্তির সদস্য দেশ হোক বা না হোক। WCT লেখকদেরকে তাদের কাজের ভিত্তিতে তিন ধরনের একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করে, এ অধিকারগুলো হচ্ছে:

- বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে মৌলিক কাজ বা এর অনুলিপি জনসাধারণের কাছে বিতরণ অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার (বিতরণের অধিকার);
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম, চলচ্চিত্রবিষয়ক কাজের বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া প্রদান অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার (যদি এ ধরনের বাণিজ্যিক ভাড়া প্রদান এ জাতীয় কাজের ব্যাপকভিত্তিক অনুলিপি তৈরির প্রক্রিয়া উৎসাহিত করে, বস্তুগত ভাবে পুনরুৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার সংযুক্ত করে) অথবা ফোনোগ্রামে যুক্ত কাজের অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার ; এবং
- তাদের মৌলিক কাজ বা অনুলিপি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার, তার বা তারবিহীন উপায়ে, এর মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের কাছে তাদের কাজ এমনভাবে সহজলভ্য করা যেন জনসাধারণ তাদের পছন্দ মাফিক সময় ও স্থানে সেই কাজগুলো উপভোগ করতে পারে (জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ অধিকার)।

২০০২ সালের ৬ মার্চ WCT কার্যকর হয় এবং বর্তমানে ৫৯টি দেশ এ চুক্তির সদস্য (দেখুন ওয়েবসাইট *www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html*)।

WCT'র বিপরীতে, WPPT সম্পর্কিত অধিকার ধারকদের নিয়ে কাজ করে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য সমাজে শিল্পী এবং ফনোগ্রামের প্রযোজকদের সুরক্ষা করা। তবে, এটা অডিওভিজ্যুয়াল পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। WPPT প্রধানত শিল্পীদের শিল্প কর্মের ভিত্তিতে তাদের (অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা প্রমুখ) অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষা করে, সে শিল্পকর্মগুলো ফনোগ্রামে রেকর্ডকৃত হোক বা না হোক। এছাড়া এটা ব্যক্তি বা স্বত্বাকে সহায়তা করে, যে বা যারা ধ্বনি রেকর্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয় এবং যাদের ওপর এই দায়িত্ব থাকে। WPPT অধিকার মালিকদের যে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে সেগুলো হচ্ছে :

- একটি ফনোগ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুনরুৎপাদন অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার (পুনরুৎপাদনের অধিকার);
- বিক্রয় বা মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে একটি ফোনোগ্রামের মৌলিক কপি বা অনুলিপি জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার ক্ষমতা অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার (বিতরণের অধিকার) ;
- একটি ফনোগ্রামের মৌলিক কপি বা অনুলিপি বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া প্রদানের ক্ষমতা অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার (ভাড়া প্রদানের অধিকার) ; এবং
- একটি ফনোগ্রামে ধারণকৃত যে কোনো সম্পাদন, তার বা তারবিহীন উপায়ে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার ক্ষমতা অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার, এমনভাবে যেন জনসাধারণ তাদের পছন্দমাফিক সময় ও স্থানে সেই রেকর্ডকৃত পারফরমেন্স বা শিল্পকর্ম উপভোগ করতে পারে (সহজলভ্য করার অধিকার)।

সরাসরি প্রচারিত শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যেগুলো একটি ফনোগ্রামে রেকর্ড করা নয়, WPPT শিল্পীদের নিচের কাজগুলো অনুমোদনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে :

- জনসমক্ষে সম্প্রচার ;
- জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ; এবং
- রেকর্ডিং (শুধুমাত্র ধ্বনি)।

২০০২ সালের ২০ মে WPPT কার্যকর হয় ; বর্তমানে ৫৮টি দেশ এ চুক্তির পক্ষ (দেখুন ওয়েবসাইট *www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/index.html*)।

সাইবার অপরাধ বিষয়ক চুক্তি (২০০১) [কনভেনশন অন সাইবার ক্রাইম)
ইউরোপীয়ন কাউন্সিল (কাউন্সিল অব ইউরোপ) প্রণীত সাইবার অপরাধ বিষয়ক সম্মেলন সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে সমাজ সুরক্ষার লক্ষ্যে একটি অভিন্ন ফৌজদারি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ বিষয়ে এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তিটি মূলত, কপিরাইট লঙ্ঘন, কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট জালিয়াতি, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা লঙ্ঘন সংক্রান্ত অপরাধই মোকাবেলা করে। কিছু ক্ষমতা ও বিধিবিধান এ চুক্তির রয়েছে, যেমন কপিরাইট নেটওয়ার্ক তলাশি ও অভিগ্রহণ। এ চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে *conventions.coe.int/Treaty/en /Treaties/Html/185.htm* ওয়েবসাইটে।

কপিরাইট নির্দেশনা (২০০১) [কপিরাইট ডিরেক্টিভ]
কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের নির্দিষ্ট কিছু দিক সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ইউরোপিয়ান কমিউনিটি প্রনীত নির্দেশনা নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক ক্ষেত্রের অধিকারগুলো সঙ্গতিপূর্ণ করেছে, বিশেষত ইন্টারনেট ও ই-কমার্স এবং সাধারণ অর্থে ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য। এসব অধিকারের ব্যতিক্রম এবং অধিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রযুক্তিগত দিকগুলোর জন্য আইনগত সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে এই নির্দেশনা।

সংযুক্তি ৪

বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস-এর পক্ষ দেশগুলোর তালিকা (১৬ জুন, ২০০৬ থেকে কার্যকর)

আলবেনিয়া
আলজেরিয়া
অ্যানডোরা
অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা
আর্জেন্টিনা
আর্মেনিয়া
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রিয়া
আজারবাইজান
বাহামা
বাহরাইন
বাংলাদেশ
বার্বাডোজ
বেলারুশ
বেলজিয়াম
বেলাইজ
বেনিন
ভুটান
বলিভিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়া
বতসোয়ানা
ব্রাজিল
ব্রুনেই দারুসসালাম
বুলগেরিয়া
বার্কিনা ফ্যাসো
ক্যামেরুন
কানাডা
কেপ ভার্ডে
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক
শাদ
চিলি
চীন
কলম্বিয়া
কমোরস
কঙ্গো
কোস্টারিকা
আইভরি কোস্ট
ক্রোয়েশিয়া
কিউবা
সাইপ্রাস
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেমোক্রাটিক পিপলস রিপাবলিক অব
কোরিয়া
ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব দা
কঙ্গো
ডেনমার্ক
জিবুতি
ডমিনিকা
ডমিনিকান রিপাবলিক
ইকুয়েডর
মিশর
এল সালভাদর
বিষুবীয় গিনি
এস্তোনিয়া
ফিজি
ফিনল্যান্ড
ফ্রান্স
গ্যাবন
গাম্বিয়া
জর্জিয়া
জার্মানি
ঘানা
গ্রিস
গ্রানাডা
গুয়েতেমালা
গিনি
গিনি–বিষু
গায়ানা
হাইতি
হলি সি
হন্ডুরাস
আইসল্যান্ড
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
আয়ারল্যান্ড
ইসরায়েল
ইতালি

জ্যামাইকা
জাপান
জর্ডান
কাজাকিস্তান
কেনিয়া
কিরগিস্তান
লাটভিয়া
লেবানন
লেসেথো
লাইবেরিয়া
লিবিয়ান আরব জামাহিরিয়া
লিয়েচটেনস্টেইন
লিথুনিয়া
লুক্সেমবার্গ
মাদাগাসকার
মালায়ি
মালয়েশিয়া
মালি
মাল্টা
মৌরিতানিয়া
মরিশাস
মেক্সিকো
মাইক্রোনেশিয়া
মোনাকো
মঙ্গোলিয়া
মরক্কো
নামিবিয়া
নেপাল
নেদারল্যান্ড
নিউজিল্যান্ড
নিকারাগুয়া
নাইজার
নাইজেরিয়া
নরওয়ে
ওমান
পাকিস্তান
পানামা
প্যারাগুয়ে
পেরু
ফিলিপাইন
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
কাতার
রিপাবলিক অব কোরিয়া
রিপাবলিক অব মলদোভা
রোমানিয়া
রাশিয়ান ফেডারেশন
রুয়ান্ডা
সেইন্ট কিটস এবং নেভিস
সেইন্ট লুসিয়া
সেইন্ট ভিনসেন্ট এবং দা গ্রেনাডাইনস
সৌদি আরব
সামোয়া
সেনেগাল
সার্বিয়া এবং মন্টেনেগ্রো
সিঙ্গাপুর
স্লোভেকিয়া
স্লোভেনিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
স্পেন
শ্রীলংকা
সুদান
সুরিনাম
সোয়াজিল্যান্ড
সুইডেন
সুইজারল্যান্ড
সিরিয়ান আরব রিপাবলিক
তাজিকিস্তান
থাইল্যান্ড
মেসিডোনিয়া
টোগো
টঙ্গো
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো
তিউনিশিয়া
তুরস্ক
ইউক্রেন
সংযুক্ত আরব আমিরাত
যুক্তরাজ্য
ইউনাইটেড রিপাবলিক অব
তানজানিয়া
যুক্তরাষ্ট্র
উরুগুয়ে
উজবেকিস্তান
ভেনিজুয়েলা
ভিয়েতনাম
জাম্বিয়া
জিম্বাবুয়ে

(মোট : ১৬২টি দেশ)

দ্রষ্টব্য ঃ হালনাগাদ তথ্যের জন্য দেখুন *www.wipo.int/treaties/en/ip/berne* ওয়েবসাইট।